

আল কুরআন
অনন্ত করুণাময় পরম দয়ালু
আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি
.....
আর যখন ফেরেশতা বলল হে
মারইয়াম! আল্লাহ তোমাকে পছন্দ
করেছেন এবং তোমাকে পবিত্র পরিচ্ছন্ন
করে দিয়েছেন। আর তোমাকে বিশ্ব
নারী সমাজের উর্ধ্ব মনোনীত
করেছেন।
সূরা আল ইমরান ৪২

দৈনিক কীর্তনখালা

আত্মপ্রত্যয়ী প্রতিদিন

নতুন আসীকে, অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে
বিশ্বমানের সিস্টেমটি
গ্রাফিক্স ড্রাইভেন্ট
ইস্টার্নের মনোবৃত্তি
সেবা : ০২১১০০৬৬৬৬৬, ০২১১০২৭০৪

বরিশাল ২২ মঙ্গলবার ২২ মে ২০২৬ ০১ জিলহজ্জ ১৪৪৭ ০৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩ ৯ম বর্ষ ৩৫৫ সংখ্যা ৪ পৃষ্ঠা ৫ টাকা



র্যাবে সরকারের কোনো রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ থাকবে না: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী
কীর্তনখোলা ডেস্ক
আগামী দিনে র্যাবকে একটি জনবান্ধব ও দায়িত্বশীল বাহিনী হিসেবে পূর্ণগঠন করা হবে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন ২ এর পাতায় দেখুন



বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী
www.jamat-e-islami.org
بھارتیہ اسلامی جمہوریہ
Dhaka, Bangladesh



পলিটিক্যাল পলিসিতে স্বচ্ছতা থাকলেও মাঠপর্যায়ে ইঞ্জিনিয়ারিং হয়েছে
কীর্তনখোলা ডেস্ক
অবাধ, সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ নির্বাচন ছাড়া গণতন্ত্র কখনো শক্তিশালী হতে পারে না বলে মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর ২ এর পাতায় দেখুন



আরেকটি গণ-অভ্যুত্থান হলে নির্বাচন কমিশনের বিচার করা হবে
কীর্তনখোলা ডেস্ক
জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখ্য সমন্বয়ক নাসিরউদ্দীন পাটোয়ারী বলেছেন, দেশে আরেকটি গণ-অভ্যুত্থান হলে ২ এর পাতায় দেখুন



স্থানীয় নির্বাচনে দলীয় প্রার্থী ঘোষণা নিয়ে সিইসির 'কপালে ভাঁজ'
কীর্তনখোলা ডেস্ক
স্থানীয় সরকার নির্বাচন 'নির্দলীয়' হওয়ার কথা থাকলেও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রার্থী ঘোষণা নিয়ে উদ্বেগ ২ এর পাতায় দেখুন



তিন লাখ কোটি টাকার উন্নয়ন বাজেট পাস

কীর্তনখোলা ডেস্ক
আগামী ২০২৬-২৭ অর্থবছরের জন্য রেকর্ড তিন লাখ কোটি টাকার বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) অনুমোদন দিয়েছে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ (এনইসি)। সোমবার (১৮ মে)

রাজধানীর আগারগাঁওয়ে এনইসি সম্মেলনকক্ষে অনুষ্ঠিত সভায় এ উন্নয়ন বাজেট অনুমোদন করা হয়। প্রধানমন্ত্রী তারেক হামিদার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় উন্নয়ন বাজেট অনুমোদনের বিষয়টি চূড়ান্ত করা

হয়। অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেন, ৩ লাখ কোটি টাকার উন্নয়ন বাজেট পাস করা হয়েছে। আমরা আমাদের নির্বাচনি ইশতেহার বাস্তবায়নে গুরুত্ব দিয়েছি। ২ এর পাতায় দেখুন



বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের সুকিপূর্ণ জায়গা পরিদর্শন করেন প্রশাসক আড, বিলকিস আক্তার জাহান শিরীন

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারি প্রকৌশলীকে চেয়ার ছুড়ে মারার অভিযোগ ছাত্রদল নেতার বিরুদ্ধে

কীর্তনখোলা রিপোর্ট
বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের (ববি) প্রকৌশল দপ্তরের সহকারী প্রকৌশলী মো. মামুন আর রশিদে গায়ে চেয়ার ছুড়ে মারার অভিযোগ উঠেছে এক ছাত্রদল নেতার বিরুদ্ধে। তিনি বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদলের নম্বর সহসভাপতি মিনহাজুল ইসলাম। রোববার বিকেলে

সহকারী প্রকৌশলীর কক্ষে এ ঘটনা ঘটে। ছাত্রদল নেতা মিনহাজের দাবি, ঘুষ না দেওয়ায় তিকাদারকে ১৩ মাস ঘুরাচ্ছিলেন প্রকৌশলী। তিনি সেটির সমাধান করতে গিয়েছিলেন। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, সাইফুল মুন্সি নামে এক তিকাদার বিশ্ববিদ্যালয়ের নম্বর সহসভাপতি মিনহাজুল ইসলাম। রোববার বিকেলে

কাজ করেন। সেই কাজের বিল বাবদ ২৮ হাজার টাকা চাইতে আসেন। কিন্তু বিলের বিষয়টি সুরহা না হওয়ায় তিকাদার ছাত্রদল নেতা মিনহাজকে নিয়ে প্রকৌশলী মামুনের দপ্তরে যান। ঘটনার বর্ণনায় সহকারী প্রকৌশলী মামুনের রশীদ বলেন, বিকেলে তিকাদার সাইফুল মুন্সি বিল ২ এর পাতায় দেখুন

দেশের আকাশে চাঁদ দেখা গেছে ঈদ ২৮ মে

কীর্তনখোলা ডেস্ক
বাংলাদেশের আকাশে জিলহজ মাসের চাঁদ দেখা গেছে। ফলে আগামী ২৮ মে (বৃহস্পতিবার) সারাদেশে পণ্ড কোরবানির মধ্য দিয়ে তাগের মহিয়ার পবিত্র ঈদুল আজহা উদ্‌যাপন হবে। সোমবার (১৮ মে) রাত্রে বায়তুল মোকাররম সভাকক্ষে জাতীয় চাঁদ দেখা কমিটির সভা থেকে এ তথ্য নিশ্চিত করা হয়েছে। সভায় ধর্মবিষয়ক মন্ত্রী কাজী শাহ মোফাজ্জল হোসাইন ২ এর পাতায় দেখুন

পবিত্রবিতে অষ্টম দিনের কর্মবিরতি ক্যাম্পাসজুড়ে বিক্ষোভ

পটুয়াখালী প্রতিনিধি
পটুয়াখালী বিভাগ ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (পবিত্রবি) কর্মবিরতি পালন করছেন শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. কাজী রফিকুল ইসলামের অপসারণ এবং আন্দোলনরত শিক্ষক-কর্মকর্তাদের ওপর হামলার ঘটনায় জড়িতদের শ্রবত্বের দাবিতে অষ্টম দিনের শিভির নিয়ে সময় কাটাচ্ছেন নগরবাসী। বেলস পার্কে বেড়াতে আসা ২ এর পাতায় দেখুন

সৌদি থেকে বাড়ি ফেরার ৮ দিন পর গৃহবধূর রহস্যজনক মৃত্যু

কলাপাড়া প্রতিনিধি
পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় মরিয়ম বেগম (৩৮) নামে এক প্রবাসী গৃহবধূর রহস্যজনক মৃত্যু হয়েছে। সোমবার (১৮ মে) সকাল নয়টার দিকে উপজেলার ঢাকামাইয়া ইউনিয়নের দারোগার তবক এলাকায় নিজ বাড়ি থেকে ওই নারীর মরদেহ উদ্ধার করা হয়। ঘটনার পর থেকে তার স্বামী নাসির সিকদার পলাতক রয়েছেন। পুলিশ ও স্থানীয়রা জানান, দুই সন্তানের জননী ওই নারী প্রায় আট বছর ধরে সংসারের সচ্ছলতা ফেরাতে সৌদি আরব ছিলেন। গত ৮ দিন আগে সৌদি থেকে ঘামের বাড়িতে আসেন তিনি। এরপর থেকেই স্বামীর সঙ্গে পারিবারিক বিষয় নিয়ে তার ঝগড়া চলছিল। রোববার সন্ধ্যার পর স্বামী নাসির উদ্দিন তার কাছে টাকা ২ এর পাতায় দেখুন

শ্বশুরের বিরুদ্ধে মিথ্যা নিপীড়নের মামলা দেয়ায় পুত্রবধূ কারাগারে

ঝালকাঠি প্রতিনিধি
ঝালকাঠিতে শ্বশুরের বিরুদ্ধে দায়ের করা যৌন নিপীড়নের অভিযোগ তদন্তে মিথ্যা প্রমাণিত হওয়ায় মামলার বাদী পুত্রবধূকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন আদালত। একই সঙ্গে মামলার আসামি শ্বশুরকে জামিন দেওয়া হয়েছে। সোমবার দুপুরে ঝালকাঠির চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এইচ এম করিম হোসেন এ আদেশ দেন। আদালত সূত্রে জানা গেছে, জেলার নলছিটি উপজেলার ভৈরবপাশা ইউনিয়নের ইশ্বরকাঠি গ্রামের এক গৃহবধূ তার শ্বশুরের বিরুদ্ধে যৌন নিপীড়নের অভিযোগ এনে নলছিটি থানায় মামলা দায়ের করেন। অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশ তদন্ত ২ এর পাতায় দেখুন

নতুন রূপে সেজেছে নগরীর বিনোদন কেন্দ্রগুলো

উচ্ছেদে দিশেহারা হাজারো হকার

কীর্তনখোলা রিপোর্ট
নতুন রূপে সেজেছে বরিশাল নগরীর বিনোদন কেন্দ্রগুলো। বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের (বিসিটি) ধারাবাহিক অভিযানে বেলস পার্ক, বিবির পুকুর পাড় ও চৌমাথা লেকসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ফুটপাথ ও এখন সম্পূর্ণ দখলমুক্ত। এতে নগরবাসী ও বিনোদন কেন্দ্রের দর্শনাধীনের মাঝে স্বস্তি ফিরলেও, উচ্ছেদ হওয়া হাজারো ভাসমান ব্যবসায়ীর ভবিষ্যৎ ও কর্মসংস্থান নিয়ে দেখা দিয়েছে তীব্র সংশয়। সরেজমিনে দেখা গেছে, বেলস পার্কের প্রবেশপথে বসানো হয়েছে সুদৃশ্য রেলিং গেট। একমুহুরে খোলে হকার ও অবৈধ দখলদারদের দৌরাখো সাধারণ মানুষের হাঁচিচলি ছিল দায়, সেখানে এখন বইছে স্বস্তির বাতাস। বিবির পুকুর পাড় কিংবা চৌমাথা লেক, বেলস পার্কে পরিবার আর শিশুদের নিয়ে সময় কাটাচ্ছেন নগরবাসী। বেলস পার্কে বেড়াতে আসা ২ এর পাতায় দেখুন



কীর্তনখোলা রিপোর্ট
নতুন রূপে সেজেছে বরিশাল নগরীর বিনোদন কেন্দ্রগুলো। বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের (বিসিটি) ধারাবাহিক অভিযানে বেলস পার্ক, বিবির পুকুর পাড় ও চৌমাথা লেক, বেলস পার্কে পরিবার আর শিশুদের নিয়ে সময় কাটাচ্ছেন নগরবাসী। বেলস পার্কে বেড়াতে আসা ২ এর পাতায় দেখুন

নগরীর সদর রোডের বাসিন্দা নাসরিন আক্তার বলেন, 'আগে এখানে এসে শান্তিতে বসার বা হাঁটার পরিবেশ ছিল না। চারদিকে চটপটি-ফুটকার দোকান আর হকারদের উচ্চ শব্দে কান পাড়া যেত না। এখন অনেক পরিচ্ছন্ন লাগছে, বাচ্চাদের নিয়ে নির্ভয়ে হাঁটা যাচ্ছে। আমরা চাই এই পরিবেশ যেন সবসময় বজায় থাকে।' এ দিকে এই স্বস্তির উট্টো পিঠে রয়েছে হাজারো পরিবারের দুশ্চিন্তা। সিটি কর্পোরেশনের তথ্যমতে, মহানগরী এলাকায় ভাসমান দোকানের সংখ্যা ছিল এক হাজারের বেশি। আকস্মিক এই উচ্ছেদে বিপুল সংখ্যক মানুষ কর্মসংস্থান হারিয়ে দিশেহারা হয়ে পড়েছেন। বেলস পার্কের সামনে দীর্ঘদিন ধরে খেলনা বিক্রি করা মো. খলিল মিয়া হতাশা প্রকাশ দোকানগুলো ভাঙসা দিল। এই দোকান দিয়েই আমার পাঁচজনের পড়াশোনার খরচ চলত। এখন আমি ২ এর পাতায় দেখুন



নগরীর বাবু হত্যা মামলার প্রধান আসামি মধু গ্রেফতার

কীর্তনখোলা রিপোর্ট
বরিশাল নগরীর পলাশপুরে কিশোর গ্যাংয়ের হামলায় মৃত্যু বাববাসী জসীম সিকদার বাবুকে কুপিয়ে হত্যার ঘটনায় দায়ের করা মামলার প্রধান আসামি মধু মিয়াকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। সোমবার (১৮ মে) দুপুর পৌনে ২টার দিকে বরিশাল নগরীর টিয়াখালী এলাকা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করে কাউনিয়া থানা পুলিশ। বরিশাল মেট্রোপলিটন পুলিশের (বিএমপি) কাউনিয়া থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) সনজিত চন্দ্র নাথ গ্রেপ্তারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার এবং গোপন সংবাদের ভিত্তিতে দুপুর পৌনে ২টার দিকে টিয়াখালী এলাকায় অভিযান ২ এর পাতায় দেখুন

বাংলা বিজ্ঞানের সাবেক বিজ্ঞানী প্রধান এবং বাংলাদেশ মন্ত্রণালয় শিক্ষাবোর্ডের সাবেক পরিচালক নিম্নলিখিত

অধ্যক্ষ আ. খা. মো. আবদুর রব স্যারের লেখা

উচ্চ মাধ্যমিক ও সমমান শ্রেণির

বাংলা ব্যাকরণ ও নির্মিতি

বইটি অনন্য

বইটি প্রকাশের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত, তাই উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণির শিক্ষার্থীদের অধিক নম্বর প্রাপ্তিতে সহায়ক। সম্পাদনা করেছেন: বরিশাল মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ডের বাংলা ২য়পত্র বিষয়ের প্রধান পরিচালক, সরকারি আদলপাড়া কলেজের বাংলা প্রভাষক কবি, গবেষক ও সৃজনশীল গ্রন্থ প্রণেতা

পৃথিক মোস্তফা (এমফিল, ইবি)

৭ম পাতায়র জন্য যোগাযোগ করুন:

01718246162, 01712189338, 01712926836

গদ্য প্রকাশন, বরিশাল

বরিশাল নগরীর যেসব স্থানে বইটি পাওয়া যাবে

বুক জিন্দা সদর রোড, বরিশাল 01932-314219	ইসলামিয়া লাইব্রেরি সদর রোড, বরিশাল 01711-264963	অব্দের লাইব্রেরি পাশের রোড, বরিশাল 01708-868515	অব্দের লাইব্রেরি সদর রোড, বরিশাল 01708-868514
খন্দকার লাইব্রেরি সদর রোড, বরিশাল 01711-047767	নিউ মাহবুব লাইব্রেরি সদর রোড, বরিশাল 01763-107720	রহমান বুক হাউজ শাহাবুজ্জামান, বই রোড, বরিশাল 01716-670945	মজুমদার লাইব্রেরি মহাশীল ট্রেড কর্পোরেশন, বরিশাল 01716-139268
অমৃত লাইব্রেরি হুগল রোড, বরিশাল 01719-408049	নিউ কলেজ লাইব্রেরি সি.এম. কলেজ রোড, বরিশাল 01726-074663	হক লাইব্রেরি হুগল রোড, বরিশাল 01724-851658	আশরাফিয়া লাইব্রেরি সি.এম. কলেজ রোড, বরিশাল 01717-488083



আদালতের স্থগিতাদেশ অমান্যের অভিযোগ, জমি নিয়ে মুখোমুখি ডাঃ আমিনুল ও ইমন

কীর্তনখোলা রিপোর্ট
হাইকোর্টের স্থগিতাদেশ থাকা সত্ত্বেও কারসাজির মাধ্যমে নিউ আদালতে নতুন মামলা করে জমি ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান দখলের পায়তারা চালানো হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে ডাঃ এ.কে.এম. আমিনুল হকের বিরুদ্ধে। সোমবার (১৮ ফেব্রুয়ারি) সাংবাদিকদের সঙ্গে ব্রিফিংকালে এ অভিযোগ করেন বরিশাল সদর রোডের হাবিব স্টোরের স্বত্বাধিকারী কামরুল হাসান ইমন। তবে অভিযোগ অস্বীকার করে ডাঃ এ.কে.এম. আমিনুল হক দাবি করেছেন, ইমন তার ভাড়াটিয়া এবং জাল-জালিয়াতির মাধ্যমে অবৈধভাবে তার জমি দখল করে রেখেছেন। সাংবাদিকদের ব্রিফিংয়ে কামরুল হাসান ২ এর পাতায় দেখুন



৪৭তম জাতীয় বিজ্ঞান সপ্তাহ, বিজ্ঞান মেলা, বিজ্ঞান অলিম্পিয়াড এবং বিজ্ঞান বিষয়ক সেমিনার ও কুইজ প্রতিযোগিতার স্টল পরিদর্শন করেন বরিশাল বিভাগীয় কমিশনার খলিল আহমেদ

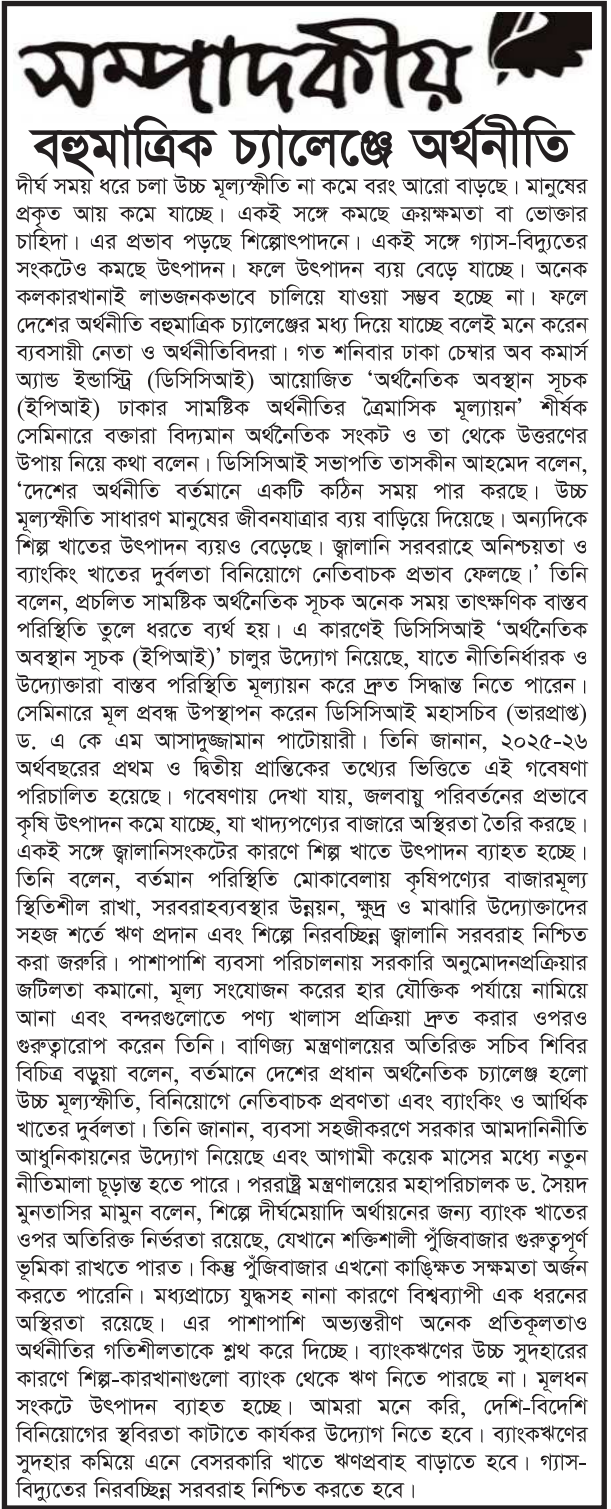
দৈনিক কীর্তনখালা প্রতিদিন

কীর্তনখালা

আত্মপ্রত্যয়ী প্রতিদিন

প্রতিনিধি আবশ্যিক

দৈনিক কীর্তনখোলা পত্রিকার জন্য ঝালকাঠি জেলা: নলছিটি, রাজাপুর, পটুয়াখালী জেলা: পটুয়াখালী, ভোলা জেলা: তাজুমদ্দিন, লালমোহন, মনপুরা, পিরোজপুর জেলা: নাজিরপুর, নেছারাবাদ ও বরিশাল জেলা: উজিরপুর প্রতিনিধি আবশ্যিক। প্রার্থীকে অবশ্যই কমপক্ষে এইচএসসি পাস হতে হবে। আগ্রহীরা পত্রিকার ইমেইলে জীবনবৃত্তান্তসহ আবেদন করুন।
-মফস্বল সম্পাদক
০১৩০৪১৬৮৪১৯



দীর্ঘ সময় ধরে চলা উচ্চ মূল্যাকীতি না কমে বরং আরো বাড়ছে। মানুষের প্রকৃত আয় কমে যাচ্ছে। একই সঙ্গে কমাছে ক্রয়ক্ষমতা বা ভোক্তার চাহিদা। এর প্রভাব পড়ছে শিল্পোৎপাদনে। একই সঙ্গে গ্যাস-বিদ্যুতের সংকটেও কমাছে উপাদান। ফলে উপাদান ব্যয় বেড়ে যাচ্ছে। অনেক কলকারখানাই লাভজনকভাবে চলিয়ে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না। ফলে দেশের অর্থনীতি বহুমাত্রিক চ্যালেঞ্জের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে বলেই মনে করেন ব্যবসায়ী নেতা ও অর্থনীতিবিদরা। গভ শনিবার ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) আয়োজিত ‘অর্থনৈতিক অবস্থান সূচক (ইইসআই) টাকার সামগ্রিক অর্থনীতিতে ক্রৈমাসিক মূল্যায়ন’ শীর্ষক সেমিনারে বক্তারা বিদ্যমান অর্থনৈতিক সংকট ও তা থেকে উত্তরণের উপায় নিয়ে কথা বলেন। ডিসিসিআই সভাপতি তাসকীন আহমেদ বলেন, ‘দেশের অর্থনীতি বর্তমানে একটি কঠিন সময় পার করছে। উচ্চ মূল্যাকীতি সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার ব্যয় বাড়িয়ে দিয়েছে। অন্যদিকে শিল্প খাতের উপাদান ব্যয়ও বেড়েছে। জ্বালানি সরবরাহে অনিশ্চয়তা ও ব্যাবৈকি খাতের দুর্বলতা বিনিয়োগে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে।’ তিনি বলেন, চল্লিশ সামগ্রিক অর্থনৈতিক সূচক অনেক সময় তাৎক্ষণিক বাস্তব পরিস্থিতি তুলে ধরতে বর্থ হয়। এ কারণেই ডিসিসিআই ‘অর্থনৈতিক অবস্থান সূচক (ইইসআই)’ চতুস্ত উদ্যোগ নিয়েছে, যাতে নীতিনির্ধারক ও উদ্যোগীরা বাস্তব পরিস্থিতি মূল্যায়ন করে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ডিসিসিআই মহাসচিব (ভারতীয়) ড. এ কে এম আসাদুজ্জামান পাটোয়ারী। তিনি জানান, ২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রথম ও দ্বিতীয় প্রান্তিকের তথ্যের ভিত্তিতে এই গবেষণা পরিচালিত হয়েছে। গবেষণায় দেখা যায়, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে কৃষি উপাদান কমে যাচ্ছে, যা খাদ্যপণ্যের বাজারে অস্থিরতা তৈরি করছে। একই সঙ্গে জ্বালানিনসংকটের কারণে শিল্প খাতে উপাদান ব্যাহত হচ্ছে। তিনি বলেন, বর্তমান পরিস্থিতি মোকাবেলায় কৃষিপণ্যের বাজারদখল্য হিষ্তশীল রাখা, সরবরাহব্যবস্থার উন্নয়ন, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগীদের সহজ শর্তে ঋণ প্রদান এবং শিল্পে নিরবচ্ছিন্ন জ্বালানি সরবরাহে নিশ্চিত করা জরুরি। পাশাপাশি ব্যবসায় পরিচালনায় সরকারি অনুদানমন্ত্রকপ্রচার জটিলতা কমানো, মূল্য সংযোজন করের হার বৌদ্ধিক পণ্যে নামিয়ে আনা এবং বন্দসভলোতে পণ্য খালাস প্রক্রিয়া দ্রুত করার প্রেরণ ও গুরুত্বারোপ করেন তিনি। রাণিজ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব শিবির বিজিত বড়ুয়া বলেন, বর্তমানে দেশের প্রধান অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ হলো উচ্চ মূল্যাকীতি, বিনিয়োগে নেতিবাচক প্রবণতা এবং ব্যাবৈকি ও আর্থিক খাতের দুর্বলতা। তিনি জানান, ব্যবসা সহজীকরণে সরকারি আদানিানিতি অর্থনিয়ন্ত্রকদের উদ্যোগ নিয়েছে এবং আগামী কয়েক মাসেই নতুন নীতিমালা ঘাড়াভ হতে পারে। পরবর্তী মন্ত্রণালয়ের মহাপরিচালক ড. সৈয়দ মুনতাসীর মামুন বলেন, শিল্পে দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়নের জন্য ব্যাংক খাতের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরতা রয়েছে, যেখানে শক্তিশালী পুঁজিবাজার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারত। কিন্তু পুঁজিবাজার এখোলা কাঙ্ক্ষিত সক্ষমতা অর্জন করতে পারেনি। যথাযথ্যে যুক্তহই নানা কারণে বিশ্বব্যাপী এক ধরনের অস্থিরতা রয়েছে। এর পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ অনেক প্রতিকূলতাও অর্থনীতির গতিশীলতাকে মুখ করে দিচ্ছে। ব্যাংকঋণের উচ্চ সুদহারের কারণে শিল্প-কারখানাগুলো ব্যাংক থেকে ঋণ নিতে পারছে না। মূলধন সংকটে উপাদান ব্যাহত হচ্ছে। আমরা মনে করি, দেশি-বিদেশি বিনিয়োগেগে স্বহিঁতজা কাটতে কার্কর উদ্যোগ নিতে হবে। ব্যাবৈকখণের সুদধর করিয়ে এনে বেরকারি রাতে ঋণবাহ্য বাড়তে হবে। গ্যাস-বিদ্যুতের নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে।

স্থানীয় নির্বাচনে দলীয়

জানিয়েছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিন। তিনি বলেন, স্থানীয় সরকার নির্বাচনে পাটি সিফল (দলীয় প্রতীক) ব্যবহার না হলেও গণমাধ্যমে দেখছি, বিভিন্ন দল থেকে অলপেই প্রাথমী মনোনয়নদের ঘোষণা দেওয়া হচ্ছে। এটা আমরা জন্য চিন্তার, আরও কপালে ভীজ স্পষ্ট হয়েছে। সোমবার (১৮ মে) আগারগাঁওয়ে নির্বাচন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে রিপোর্টার্স ফোরাম ফর ইলেকশন অ্যান্ড ডেভোপ্লের্সির (আরএফইডি) নবনির্বাচিত কমিটির অভিষেক ও বিদায়ী কমিটির সর্বশেষ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। স্থানীয় নির্বাচনে দলীয় প্রতীক ব্যবহার না হওয়ার বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দিয়ে সিইসি বলেন, যদি ইভিপেটেন্ট হয়ে যেতো পাটির মালিকানা থাকতো না, ওনারশিপ থাকতো না, দলে দলে গোলামল হতো না। একজন মনে করি, দলগুলোর উচিত হবে নিজেরা বাসে ফয়সলা করা; এক্ষেত্রে আমাদের সহায়তা থাকবে। প্রয়োশন জাতীয় নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে অন্তর্বর্তী সরকারের পূর্ণ সহায়তার কথা স্মরণ ধরে এ এম এম নাসির উদ্দিন বলেন, স্থানীয় সরকারের নির্বাচন সামনে আসছে। প্রয়োজনীয় আইন-বিধি সংকর করা হয়েছে। এই মধ্য দৃষ্টি সাজনৈতিক দলের নেতা উদ্দেশে প্রকাশ করেছেন। রাজনৈতিক দলের সহযোগিতা ছাড়া কোনো নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্ভব হয় না। ‘আমরাও দলগুলোর সহযোগিতা চাই। প্রয়োজনে আশানারী দিচ্ছি। নিজেরা নিজেরা বসুন।’ একটা ফয়সলায় আসুন। আমরা রক্তপাত দেখতে চাই না। রক্তপাতহীন স্থানীয় সরকার নির্বাচন চাই। রাজনৈতিক দলগুলোর উদ্দেশে বলেন তিনি। তিনি বলেন, শুধু একটি নির্বাচন নয়, সব ধরনের নির্বাচনী ভালো করতে হবে। ভালো নির্বাচনের সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হবে। আমরা ভালো নির্বাচনের সংস্কৃতি চালু করতে চাই। এখান দলগুলোকে নিজেদের মধ্যে বসতে হবে। আমরা চাই, সত্যিকার অর্থে শতভাগ ভালো একটি স্থানীয় নির্বাচন। স্থানীয় নির্বাচনে সহিৎসত্যয় উদ্দেশে প্রকাশ করে তিনি বলেন, অতীতে দেশীয়ে নির্বাচন খিরে অনেক মার্ডার হয়। একই পরিবারে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়, বৃথ স্বল্প ব্যবধানের প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইলের বর্শা নিয়ে মারামারির প্রসঙ্গ তেনে সিইসি বলেন, টোটা দিয়ে দুই পাড়ায় মারামারি হয়। এখন দুই পাড়ায় যদি প্রাথমী দাঁড়ায়, তাহলে কি হবে? কারাবালা হয়ে যাবে। এ ধরনের সিচুরেশনে রাজনৈতিক দলগুলোকে নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া করা উচিত, স্থানীয় নির্বাচনে কোনো ধরনের বাঘোলায় যাবে না। এ বছরের শেষে স্থানীয় সরকার নির্বাচন করার বিষয় সরকারের মন্ত্রী, উপদেষ্টাররা আভাস দিচ্ছেন। এ বিষয়ে সিইসি বলেন, স্থানীয় নির্বাচন কবে হবে এখানে ফাইনাল হয়নি। নির্বাচন যেহেতু দলীয় প্রতীকে হবে না। একই পরিবারে কিছু বিধিবিধান সংস্কার করতে হবে। এ নিয়ে কাজ শেষ করে আমরা সরকারকে বসতে বসবো। এটার জন্য সময় লাগবে।

আরেকটি গণ-অভ্যুত্থান হলে

প্রথমেই নির্বাচন কমিশনে হাত দেওয়া হবে যাতে এই প্রতিষ্ঠানটিকে আপদামুশ্তক পরিবর্তন করা যায়। বিপত নির্বাচনে চরম ‘ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিং’ বা কার্যচূপি হয়েছে দাবি করে তিনি এর তীব্র সমালোচনা করেন এবং এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িতদের ভবিষ্যতে বাংলাদেশের মাটিতে বিচার করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। সোমবার রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের সম্মেলন কর্কে রিপোর্টার্স ফোরাম ফর ইলেকশন অ্যান্ড ডেভেলপ্লের্সির (আরএফইডি) নবনির্বাচিত কমিটির অভিষেক ও বিদায়ী কমিটির সর্বশেষ অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন। নিজের অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরে নাসিরউদ্দিন পাটোয়ারী বলেন, বিপত নির্বাচনে নয়াভাবে ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিং করে কক্সবাজারের হামিদুর রহমান আযাদ-এর মতো প্রাণীদেহ হারানোর খেলা হয়েছে। এটি পুরোপুরি একটি নিরাপ্তিত নির্বাচন ছিল। এই বক্তব্যের পর তাকে এই অফিসে আত ঢুকতে দেওয়া হবে কিনা তা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করলেও তিনি ঈশ্বারটির দেন যে, আগামীতে কোনো গণ-অভ্যুত্থান হলে তার প্রথম টার্গেট হবে এই নির্বাচন কমিশনকে গোড়া থেকে পরিবর্তন করা। কারণ নির্বাচন কমিশনের মেরুদণ্ড সোজা থাকলে বাংলাদেশ অনেক দূর এগিয়ে যাবে। নির্বাচনে বিঘ্নযুী নীতিত অভিযোগ এনে এনসিপি এই সমস্বয়ক বলেন, একজন প্রাথমী হিসেবে তিনি নিজে এই নির্বাচনে কমিশনের বৈষম্যমূলক নির্দেশনা মেনেছেন। মামুনুল হকের আসনে এক নিম্ন আয়ের তার নিছকের আসনে অন্য নিম্নম চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এ ছাড়া নির্বাচনের দিন ডিসি অফিসের যেভাবে ডিজিএফআই, এনএসআই এবং অন্যান্য গোয়েন্দা সংস্থা নয়াভাবে ইলেকশনের ইঞ্জিনিয়ারিং করেছে, তা পুরো দেশে দেখেছে এবং এর নৃশা সাক্ষী হিসেবে তারা এই আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছেও রিপোর্ট জমা দিয়েছেন। ঋণখোলাদেশের ছাড় দেওয়ার বিষয়ে নির্বাচন কমিশনারদের তীব্র সমালোচনা করে নাসিরউদ্দিন পাটোয়ারী বলেন, কমিশনাররা দুঃখ-কষ্টের কথা বলে ঋণখোলাদেশের আত্মজ্ঞান (আত্মদান) দিয়েছেন, যা সম্পূর্ণ সংবিধান লঙ্ঘন। গণ-অভ্যুত্থানের পরেও যেভাবে ঋণখোলাপদের ছাড় দেওয়া হয়েছে, তা বাংলাদেশে সভ্য ইতিহাসে মানানয় না। তারা প্রধানমন্ত্রীর আশীর্বাদ নিয়ে বর্তমানে টিকে আছেন উল্লেখ করে তিনি সতর্ক করেন, আসন্ন স্থানীয় সরকার নির্বাচনে যদি এই ধরনের কোনো কর্মকাণ্ড পুনরায় করা হয়, তবে রাজ্যশপের পরিস্থিতি উষারহ ও উত্তপ্ত হয়ে উঠবে। অতীতের একটি ঘটনার কথা স্মরণ করে এনসিপির এই নেতা বলেন, সে সময় আফরোজা আব্বাস বিভাগীয় কমিশনার অফিসের

সামনে বিশাল জমায়েত করেছিলেন। আমি ডাক দিলে সেখানে লাখে মানুষ চলে আসতো এবং একটি রক্তাক্ত পরিস্থিতি তৈরি হয়ে অনেক লাশ পড়তো। কিন্তু কোনো বাবার রুক যাতে খালি না হয়, সেই জবাবদিহিতার জয়গা থেকে তখন সরে এসেছি। এই নির্বাচন কমিশনের যারা এই নির্বাচনে নেতৃত্ব দিয়েছেন, তাদের বিচার ইনশাআল্লাহ ভবিষ্যতে বাংলার মাটিতে করা হবে।

পলিটিক্যাল পলিসিতে স্বচ্ছতা

সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল হামিদুর রহমান আযাদ। তিনি বলেন, নির্বাচনী গণতন্ত্রের যাত্রায় বিগত নির্বাচনগুলোর ইতিহাস সুখকর নয়। ২০২৪ সালের জুলাই-উত্তর বাংলাদেশে জনগণের প্রত্যাশা ছিল একটি ঐতিহাসিক ও শ্রেষ্ঠ নির্বাচন দেখার। নির্বাচন কমিশন পলিসি দ্বেতলে স্বচ্ছতা বজায় রাখার চেষ্টা করলেও মাত্রাপর্যায় বা ভেতরের প্রক্রিয়ায় সেই স্বচ্ছতা বজায় থাকেনি। আইনের ত্রোয়াক্ষা না করে কালো টাকার ব্যবহার এবং এক শ্রেণির কর্মকর্তাদের যোগসাজশে ভোটের ফলাফলে এক ধরনের ‘ইঞ্জিনিয়ারিং’ হয়েছে বলেও জানান তিনি। সোমবার (১৮ মে) আগারগাঁওয়ের নির্বাচন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের সম্মেলন কর্কে রিপোর্টার্স ফোরাম ফর ইলেকশন অ্যান্ড ডেভোপ্লের্সির (আরএফইডি)-এর বিদায়ী ও নতুন কমিটির সর্বশেষ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। হামিদুর রহমান আযাদ বলেন, একটি সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের জন্য গণমাধ্যম এবং নির্বাচন কমিশনকে একে অপরের পরিপূরক হিসেবে কাজ করতে হবে। এই দুই প্রতিষ্ঠানের সমস্বয় যত সুন্দর হবে, দেশ ও জনগণের স্বার্থ তত বেশি সুরক্ষিত হবে। বিগত নির্বাচনের গুণগত কিছু পরিবর্তনের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, এবারের নির্বাচনে ভোটাররা কেন্দ্রে গিয়েছেন এবং বড় ধরনের কোনো হাঙ্গামা ঘোষা যায়নি, যা হিংসাবাদ। কিন্তু মাত্রাপর্যায়ের বাস্তবতার কারণে একে পুরোপুরি সুষ্ঠু নির্বাচন বলা যাচ্ছে না। কমিশনের হেইন অব কমারের মধ্যে থাকা কিছু লোক এই অনিয়মের অশীন্দার ছিল বলে তিনি অভিযোগ করেন এবং এ বিষয়ে আদালতে প্রমাণসহ নথিগ্রহ জমা দেওয়ার কথা জানান।

ব্যাবে সরকারের কাজে

আহমদ। তিনি বলেন, রায়ে সরকারের কোনো রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ থাকতেন না। সারাবিশ্বের কাছে প্রতিষ্ঠা করতে হবে যে বাংলাদেশের সব প্রতিষ্ঠানের স্বাধীন বুদ্ধমতা ও জবাবদিহিতা রয়েছে। এর মাধ্যমে আমরা আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে চাই। সোমবার (১৮ মে) রাজধানীর উত্তারয় র‍্যাব হোসেন্স সদর দপ্তরে র‍্যায়ের ২২তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, ফাতিহাবাদী সরকারের সময় সরকারের এমন কোনো প্রতিষ্ঠান নেই যেটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। প্রতিষ্ঠানের কয়েকজন কর্মকর্তার বেআইনি কর্মকাণ্ডের কারণে পুরো প্রতিষ্ঠানকে দায়ী করা যাবে না। তিনি বলেন, প্রতিষ্ঠানগুলোকে নিজস্ব সুশাস ও গৌরব বজায় রেখে কাজ করতে যেতে হবে। এ ক্ষেত্রে সরকারের কোনো প্রাণহানিতে হস্তক্ষেপ থাকবে না। সারাবিশ্বের কাছে প্রতিষ্ঠা করতে হবে যে বাংলাদেশের সব প্রতিষ্ঠানের দায়বদ্ধতা ও জবাবদিহিতা রয়েছে। এর মাধ্যমে আমরা আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে চাই। মন্ত্রী আরও বলেন, র‍্যায়ের একটি জনবাহ্যিক ও দায়িত্বশীল বাহিনী হিসেবে পূর্ণগঠনের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য- র‍্যাব সদস্যদের সক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এবং বিভিন্ন অভিযোগ পরিচালনার সময় আন্তর্জাতিক মানদণ্ড রক্ষা করে ন্যূনতম বল প্রয়োগ, মানবাধিকার প্রশিক্ষণ, অপরাধ দমনে এআই (এআই)-এর ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়ে গুরুত্ব বহুকারে প্রশিক্ষণ দেওয়া এবং এ লক্ষ্যে শিপিগণ র‍্যায়ের জন্য জঙ্গল সলিমপুরে কৌশলগায়িত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা; পরিবর্তনীয় অপরাধের দমন ও বৈশালি বিবেচনায় সমন্বয়োগ্যায়ী কৌশল গ্রহণে মাধ্যমে নিজেদের সক্ষমতা ও কার্যক্রমকে আরও উন্নতকরণ; জগৎগণের সঙ্গে সম্পৃক্ততা বৃদ্ধির মাধ্যমে জনআত্মা অর্জন; মানবাধিকার, আইনের শাসন ও পেশোমত নৈতিকতার মানদণ্ড বজায় রেখে নিরাপদ ও স্থিতিশীল সমাজ গঠনে কার্যকরী ভূমিকা রাখা; স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দ্রুত র‍্যায় আইন প্রণয়ন ইত্যাদি।

তিন লাখ কোটি টাকার

অনেক পর নির্বাচিত সরকার এডিপি পাস করছে এবার এডিপি বাস্তবায়ন বাড়বে।’ অর্থমন্ত্রী বলেন, তিন লাখ কোটি টাকার এডিপি অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। নির্বাচিত উইসহেয়ার বাস্তবায়নে এবার বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবং সরকারের উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের হারও বাড়বে। স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাতকে অগ্রাধিকার দিয়ে এবারের উন্নয়ন বাজেট সাজানো হয়েছে। স্বাস্থ্য বিভাগের চলমান প্রকল্পে বরাদ্দ রাখা হয়েছে ছয় হাজার আট কোটি টাকা। তবে এবারের এডিপির সচয়তেরে বড় অগ্রাধিকার বিষয় হয়ে উঠেছে অস্বাভাবিক খোক বরাদ্দ, যা মোট উন্নয়ন বাজেটের এক-তৃতীয়াংশেরও বেশি। পরিকল্পনা কমিশনের কার্পস্র অনুযায়ী, আগামী অর্থবছরের এডিপির মোট আকার ধরা হয়েছে তিন লাখ কোটি টাকা। এর মধ্যে সরকারের নিজস্ব অর্থায়ন বা জিওবি অশে এক লাখ ৯০ হাজার কোটি টাকা এবং বৈদেশিক ঋণ ও অনুদান এক লাখ ১০ হাজার কোটি টাকা। এছাড়া, ষায়ত্তশালিত সংস্থা ও করপোরেশনের নিজস্ব অর্থায়নে ব্যবসায়িত প্রকল্পের জন্য আরও আট হাজার ৯২৪ কোটি টাকা যুক্ত হলে মোট উন্নয়ন ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় তিন লাখ আট হাজার ৯২৪ কোটি টাকারও বেশি। এডিপিতে বিভিন্ন মহালায়, বিশেষ উন্নয়ন সহায়তা এবং সামাজিক উন্নয়ন সহায়তা মিলিয়ে প্রায় এক লাখ ১৮ হাজার ২৮৮ কোটি টাকা খোক বরাদ্দ রাখা হয়েছে। অন্যদিকে রাসায় প্রকল্পভিত্তিক বরাদ্দ রয়েছে প্রায় এক লাখ ৮১ হাজার ৭১১ কোটি টাকা। অর্থাৎ উন্নয়ন বাজেটের একটি তৃত অশে এখানে নির্দিষ্ট প্রকল্পের বাইরে থাকছে, যা নিয়ে আর্থিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি প্রশ্নের মুখে পড়ছে। কার্যপত্র দেখা যায়, বিশেষ প্রয়োজনে উন্নয়ন সহায়তা খাতে রাখা হয়েছে ৩৮ হাজার ২৭ কোটি টাকা এবং সামাজিক উন্নয়ন সহায়তা খাতে আরো ১৭ হাজার কোটি টাকা। এ ছাড়া বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের আওতায় খোক বরাদ্দ হিসেবে রাখা হয়েছে ৫৯ হাজার ২৯৬ কোটি টাকা। অতীতের মধ্যে কোনো সময়ের তুলনায় এ ধরনের অনির্দিষ্ট বরাদ্দ এবার অনেক বেশি। কিন্তু একই বিভাগের জন্য খোক বরাদ্দ রাখা হয়েছে ২০ হাজার ৮০০ কোটি টাকা, যা প্রকল্পভিত্তিক বরাদ্দের তুলনায় প্রায় সাড়ে তিন গুণ বেশি। এইছাড়াও প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মহালায়ের চলমান প্রকল্পে বরাদ্দ পাঁচ হাজার ৪৮ কোটি টাকা হলোও খোক বরাদ্দ রাখা হয়েছে ১৪ হাজার ৩৯২ কোটি টাকা। কারিগরি ও মাদরাসা শিক্ষা বিভাগেও তিন হাজার ৭৯ কোটি টাকার খোক বরাদ্দ রাখা হয়েছে। বাতর্জিতক বরাদ্দ সচয়তেরে শেি পাহাের পরিবহনও যোগাযোগ্য খাত। এ খাতে বরাদ্দ রাখা হয়েছে ৫০ হাজার ৯২ কোটি টাকা, যা মোট এডিপির ১৬.৭০ শতাংশ। শিক্ষা খাতে বরাদ্দ ধরা হয়েছে ৪৭ হাজার ৫৮১ কোটি টাকা বা ১৫.৮১ শতাংশ। স্বাস্থ্য খাতে ৩৫ হাজার ৫৩৬ কোটি টাকা, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে ২০ হাজার ৬৯১ কোটি টাকা এবং গৃহায়ন ও কমিউনিটি সুবিধা খাতে ৩২ হাজার ৩৬১ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। মন্ত্রণালয়ভিত্তিক বরাদ্দে সচয়তেরে বেশি পাহাে স্থানীয় সরকার বিভাগ। এ বিভাগের জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে ৩৩ হাজার ৭৩৫ কোটি টাকা। দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, যার বরাদ্দ ৩০ হাজার ৭৪১ কোটি টাকা। এ ছাড়া স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং বিদ্যুৎ বিভাগও বড় বরাদ্দ পাচ্ছে। সরকারের সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির অশে হিসেবে এবারের এডিপিতে বিশেষ বরাদ্দও রাখা হয়েছে। সামাজিক উন্নয়ন সহায়তা খাতের ১৭ হাজার কোটি টাকার মধ্যে সবচয়তেরে বড় অশে ১৪ হাজার ৫০০ কোটি টাকা রাখা হয়েছে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে ফ্যামিলি কার্ড কর্মসূচির জন্য। কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতায় কৃষক কার্ডের জন্য রাখা হয়েছে এক হাজার ৪০০ কোটি টাকা। এ ছাড়া ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে মসজিদ ও অন্যান্য উপাসনালয়ের দায়িত্ব পালনকারীদের সম্মানী বাদদ বরাদ্দ রাখা হয়েছে আরও এক হাজার ১০০ কোটি টাকা। আগামী অর্থবছরের এডিপিতে মোট ২০ হাজার ১১১টি প্রকল্প অর্ন্তরুক্ত করার প্রবৃত্তি করা হয়েছে। এর মধ্যে বিনিয়োগ প্রকল্প ৯৪৯টি, কারিগরি সহায়তা প্রকল্প ১০৭টি এবং ষায়ত্তশালিত সংস্থাগুলোর ৪৪টি প্রকল্প রয়েছে। পাশাপাশি এক হাজার ২৭৭টি নতুন অনুমোদিত প্রকল্পও তালিকাভুক্ত করা হয়েছে, যেগুলো পর্যায়ক্রমে অনুমোদনের জন্য বিবেচনা করা হবে। একই সঙ্গে আগামী জুনের মধ্যে ২২৭টি প্রকল্প শেষ করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে এত বড় উন্নয়ন বাজেট বাস্তবায়ন সক্ষমতা নিয়ে এরই মধ্যে প্রশ্ন উঠেছে। চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরের জুলাই থেকে মার্চ পর্যন্ত ৯ মাসে এডিপি বাস্তবায়নের হার হয়েছে মাত্র ৩৬.১৯ শতাংশ। জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়ন হার ৩৩ শতাংশের সামান্য বেশি এবং বৈদেশিক ঋণ ও অনুদানের ব্যবহার হয়েছে প্রায় ৪০ শতাংশ। এ বাস্তবতাটার আগে বড় এডিপি বাস্তবায়ন কতটা সম্ভব, তা নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছে।

ঠিকাদারের বিল আদায় করিয়ে

চাইতে আসেন। প্রায় ২৮ হাজার টাকার বিলটি দিতে দেড় মাসের জন্য সময় পার হয়েছে। সাইফুল তাঁর কাছে বিল চাইলে তিনি বলেছেন নিয়ম অনুযায়ী বিল পাবেন। এ সময় ছাত্রদল নেতা মিনহাজ বলেন, ‘বিল আজকেই দিতে হবে।’ তখন তাঁকে কক্ষ থেকে বের হয়ে যেতে বললে তিনি একটি চেয়ার ছুড়ে মারেন। তিনি অস্ত্রের জন্য রক্ষা পান। ঘটনার সময় সহকারী রেজিস্ট্রার আনোয়ার শাহদাং সেখানে ছিলেন। তিনি তাঁকে সঙ্গে নিয়ে উপাচার্যের কাছে অভিযোগ দিয়েছেন। তবে বরি ছাত্রদলের সহসভাপতি মিনহাজুল ইসলাম বলেন, তাঁরা নতুন ভিসিকে ফুল দিতে যাওয়ার সময় দেশের একজন ঠিকাদার হইচই করছেন। ঠিকাদার জানান, ঘৃষ না দেওয়ার বিল আটকে রেখেছেন প্রকৌশলী মামুন। তিনি গিয়ে প্রকৌশলী মামুনকে বিলটি দিতে বলেন। কিন্তু মামুন তাঁকে কক্ষ থেকে বের করে দেন। চেয়ার ছুড়ে মারার কথা অস্বীকার করেন তিনি। এ ব্যাপারে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার মো. হুমায়ুন কবিরকে ফোনকল করা হলেও তিনি সাড়া দেননি।

আদালতের স্থগিতদেশে অমান্যের

ইমন বলেন, কয়েক বছর আগে ডাঃ আমিনুল অন্য ব্যক্তির মাধ্যমে জমি গ্রয় করে পরবর্তীতে এওয়াজ বদলের নামে তাদের জমি দখলের চেষ্টা শুরু করেন। এ ঘটনায় হাইকোর্টে একটি মামলা চলমান রয়েছে বলেও জানান তিনি। আগের দাবি, মামলাটি উচ্চ আদালতে নিচাারীমান থাকা অবস্থায় এবং স্থিতিস্থাপ বজায় রাখার নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও ডাঃ আমিনুল নিম্ন আদালতে নতুন মামলা দায়ের করে তাদের উচ্ছেদের চেষ্টা করছেন। তিনি বলেন, পব্ধষ্ট জমির মালিকানা ও নামজারি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ রয়েছে। ২০০০ থেকে ২০০৩ সালের বিভিন্ন দলিল, রেকর্ড ও কেস দখলের ভিত্তিতে তারা দাবি করছেন, কর্মটি ভুলভাবে আগের নামে রেকর্ড ও নামজারি করা হয়েছে। তিনি আরও জানান, প্রকৃত মালিকানা ও দখল তাদের হওয়ায় রেকর্ড সংশোধনের আবেদন করা হয়েছে এবং বিষয়টি তদন্ত করে সঠিক মালিকের নামে খতিয়ান ও নামজারি বহাল বা সংশোধনের দাবি জানানো হয়েছে। স্থগিতাদেশ সত্ত্বে জানা গেছে, বাংলাদেশ সন্ত্রাস মোকর্ডে আপিল বিভাগে দায়ের করা সিল্পে মিসলেনিয়াস পিটিশন নং- ৯৮৭/২০২৫ মামলার গত ২ ডিসেম্বর বিচারপতি মোঃ রেজাউল হক মামলাভুক্ত সম্পত্তির বর্তমান অবস্থা (স্ট্যাটাস কো) নিচের নির্দেশে দেন। মামলার আবেদনকারী ছিলেন মোঃ কামরুল হানান লিমন ও অপর একজন এবং প্রতিপক্ষ ছিলেন এ.কে.এম. আমিনুল হকএহ অ্যান্ডার। আদালতের আদেশে বলা হয়, সিভিল পিটিশন কর লিভ টু আপিল দাখিল না হওয়া পর্যন্ত সম্পত্তির বর্তমান দখল বা অবস্থা পরিবর্তন করা যাবে না। অর্থাৎ, আদালতের পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত যে যেভাবে দখলে আছেন, সেভাবেই থাকতে হবে। ইমনের অভিযোগ, ওই স্থগিতাদেশে কার্যকর থাকা অবস্থায়ও ডাঃ আমিনুল হক ২০২৫ সালের ২০ মার্চ বরিশাল অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে তারের বিবাকী করে নতুন মামলা দায়ের করেন। এছাড়া সিটি কর্পোরেশনের মাধ্যমে তাদের উচ্ছেদের চেষ্টাও চলছে বলে তিনি দাবি করেন। প্রশাসনের প্রতি আহ্বান জানিয়ে ইমন বলেন, ‘আমাদের বেনা সময় দেওয়া হয় এবং বৈধ কাগজপত্র উপস্থাপনের সুযোগ দেয়া হয়।’ অন্যদিকে অভিযোগের বিষয়ে ডাঃ এ.কে.ম. আমিনুল হক বলেন, ‘ইমন আমার ভড়াটায়। সে জাল-জালিয়াতির মাধ্যমে উল্টো আমার জমি দখল করে আছে।’ তিনি দাবি করেন, সন্ত্রাস্ট্র জমির দলিল, রেকর্ড ও পর্চা সবই তার নামে রয়েছে। এ বিষয়ে বরিশাল আদালত ও হাইকোর্টে একাধিক মামলায় তিনি রায় পেয়েছেন বলেও জানান। পাশাপাশি ২০২৬ সাল পর্যন্ত জমির খাজনা পরিশোধ করা হয়েছে বলেও দাবি করেন তিনি।

শ্বশুরের বিরুদ্ধে মিথ্যা নিপীড়নের

গুরু করে। তদন্ত শেষে অভিযোগের পক্ষে কোনো সত্যতা না পাওয়ায় মামলাটি মিথ্যা বলে প্রতীয়মান হয়। পরে আদালত মামলার বাদী পূত্রধুকে শ্রোতার করে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন। একই অভিযোগে অভিযুক্ত শ্বশুর জামিন দেন বিচারের। বিষয়টি নিশ্চিত করে আসামিপক্ষের আইনজীবী ও অতিরিক্ত পারবলিক প্রসিকিউটর অ্যাডভোকেট আক্সা সিদ্দিকার বলেন, অভিযোগের কোনো সত্যতা না পাওয়ায় আদালত ব্লাীর বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন এবং আসামিকে জামিন দিয়েছেন।

সৌদি থেকে বাড়ি ফেরার ৮ দিন

দাবি করলে তিনি টাকা দিতে অস্বীকৃতি জানান। এ সময় নাসির তাকে মারধর করেন। এরপরে রাতে শামী-স্ত্রী ঘরেই ছিলেন। ভোররাতে নাসির তার স্ত্রী আত্মহত্যা করেছে বলে শ্বশুর জালাল গাজীকে জানিয়ে গিলিয়ে যায়। পরে সকালে এলাকাবাসী ওই বাড়িতে যান। বাড়ির আঙিনার একটি রেনেউট গাছের নিচে ময়রাম বেগমের মরদেহ পড়ে থাকতে দেখেন। কলাপাড়া থানার ওসি নাজরুল ইসলাম জানান, মৃতের শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। লাশ উদ্ধার করে ময়নাতত্ত্বের জন্য মর্মে প্রেরণের প্রক্রিয়া চলছে। পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

পরিপ্রবিতে অষ্টম দিন

এ কর্মসূচি পালন করছেন তারা। বৃহস্পতিবার (১৮ মে) সকাল ১১টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণসীমান্তে সামনে অবস্থান কর্মসূচির মাধ্যমে দিনের আন্দোলন শুরু হয়। পরে শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী ও সাধারণ শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে একটি বিক্ষোভ মিছিল ক্যাম্পাসের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে। এ সময় আন্দোলনকারীরা উপাচার্যের অপসারণ এবং হামলাকারীদের দ্রুত গ্রেফতারের দাবিতে বিভিন্ন স্লোগান দেন। মিছিল শেষে আন্দোলনকারীরা আবার প্রশাসনিক ভবনের সামনে সমাবেশ করেন। সেখানে সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে তারা বলেন, দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত তাদের কর্মবিরতি ও আন্দোলন চলমান থাকবে। আন্দোলনকারীদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রশাসনিক অস্থিরতার, অনিয়ম ও ক্ষেত্রভিত্তিক চলছে। এসবের প্রতিবাদে শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা আন্দোলনে নামেন। এর আগে চলমান আন্দোলনের প্রথম দিন পাণ্ডিপূর্ণ কর্মসূচি চলাকালে বহিরাগতরা হামলা চালায়। এসে শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী ও সাংবাদিকসহ অন্তত ৩০ জন আহত হন। ওই ঘটনার পর থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়জুড়ে উত্তেজনা বিরাজ করছে এবং আন্দোলন আরও তীব্র আকার ধারণ করেছে। আন্দোলনকারীরা জানান, হামলার ঘটনায় ইতোমধ্যে মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং কয়েকজনকে গ্রেফতারও করা হয়েছে। তবে হামলায় মূল পরিকল্পনাকারী ও জড়িতদের সবাইকে দ্রুত আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করার দাবি জানান তারা।

দেশের আকাশে চাঁদ

কায়কোবাদ সভাপতিত্ব করেন। এদিকে, একদিন আগেই রোববার ঈদুল আজহার তারিখ ঘোষণা করেছে সৌদি আরব। রোববার চাঁদ দেখা যাওয়ায় দেশটিতে সোমবার থেকে জিলহজ্জ মাস শুরু হয়েছে। সৌদিতে আগামী ২৬ মে হবে আরাফাত দিবস এবং ২৭ মে ঈদুল আজহা উদ্‌যাপিত হবে। রোববার তুরস্ক, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়াসহ বিভিন্ন মুসলিমপ্রধান দেশ ঈদের তারিখ ঘোষণা করেছে। ইসলাম ধর্ম অনুযায়ী, মুসলমানরা জিলহজ্জ মাসের ১০ তারিখে আয্যারের সফ্রাি লাভের উদ্দেশ্যে প্রিয় বন্ধ অর্থাৎ পত্ন অসহন করে থাকেন।

নগরীর বাবু হত্যা মামলার

চালিয়ে বাবু হত্যা মামলার ১ নম্বর আসামি মর্ঘ মিয়াকে শ্রোতার করে হয়েছে। মধু পলাশপুর এলাকার বাসিন্দা। হত্যাকাণ্ডের পর থেকে সে নগরীর বিভিন্ন স্থানে আত্মগোপনে ছিল। এ নিয়ে বাবু হত্যা মামলার প্রধান আসামিসহ এখন পর্যন্ত ৩ জনকে শ্রোতার করা হলো। পুলিশ ও জজির সূত্রে জানা গেছে, গত ১৫ মে রাত পৌনে তিনার দিকে মাদক ব্যবসাকে কেন্দ্র করে দুই স্তম্ভারের জনক জরিম শিকদার বাবুকে বাসা থেকে পলাশপুর কলোনির ৭ নম্বর গিগিতে ডেকে নিয়ে কুপিয়ে হত্যা করেছিলেন গ্যাংয়ের সদস্যরা। পেশায় মধ্যম ব্যবসায়ী বাবু ওই এলাকার কালান শিকদারের ছেলে। হত্যাকাণ্ডে দিনই সিটিটিভি ফুটেজ দেখে ঘটনার সঙ্গে জড়িত কিশোর গ্যাংয়ের দুই সদস্য সিয়াম ও শহীদকে আটকের করে কাউন্সিল থানা গুলিয়ে। পরবর্তীতে এ ঘটনায় হত্যাকাণ্ডে নেতৃত্ব দেওয়া যুবলীগ কর্মী মধু মিয়াসহ ৫ জনের নাম উল্লেখ করে এবং বেশ কয়েকজনকে অজ্ঞাতনামা আসামি করে কাউনিয়া বন্দায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করা হয়। এদিকে মামলার প্রধান আসামি মধু মিয়াসহ অন্য আসামিরা শ্রোতার না হওয়ায় ক্ষেত্‌ জরিমে রোববার দুপুরের দিকে বরিশাল নগরীর প্রাণকেন্দ্র সদর রোড অবলিয়ে বাবুকে বন্ডেজ করে এলাকাবাসী। পরে পুলিশ আসামিদের দ্রুত শ্রোতারের আশ্বাস দিলে তারা অবরোধ তুলে নেন। এর ২৪ ঘটীর

মধ্যেই প্রধান আসামি মধুকে আইনের আওতায় আনলো পুলিশ।

বরিশালে জাতীয় বিজ্ঞান

রোবট, মানব কল্যাণে প্রযুক্তির নানা ব্যবহার, হোলার ব্যবহার করে বিদ্যুৎ উৎপাদন, অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র, সোলার থার্মোইলেকট্রিক এলি, নিরাপদ ও দুর্যোগ সহনশীল সবুজ জনপদসহ নিজেদের আবিষ্কার করা নানা প্রকল্প তুলে ধরেনেন। এছাড়াও মেলায় বিজ্ঞান বিষয়ক সেমিনার ও কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে।

নতুন রূপে সেজেছে নগরীর

কই যামু, কি করুম? আমাগো উচ্ছেদ করার আগে তো একটা ব্যবস্থা কইরা দেয়া উচিত আছিল।' এ দিকে সচেতন মহলের মতে, পূর্ববাসিন ছাড়া এই উচ্ছেদ অভিযান দীর্ঘস্থায়ী করা কঠিন হবে। সুশাসনের জন্য নাগরিক (সুজন) বরিশাল জেলা কমিটির সম্পাদক রফিকুল ইসলাম এ প্রসঙ্গে বলেন, ‘ফুটপাথ ও বিনোদনকেন্দ্র দখলমুক্ত করা অবশ্যই ইতিবাচক উদ্যোগ।’ তবে পূর্ববাসিন ছাড়া এই উচ্ছেদ দীর্ঘস্থায়ী হবে কি না, তা নিয়ে সংশয় আছে। হঠাৎ এত মানুষ বেকার হয়ে পড়ায় নগরীতে অপর্যাপ্ত বৃদ্ধির একটা আশঙ্কাও থেকে যায়। তাই মানবিক কারণে দ্রুত তাদের জন্য বিকল্প কর্মসংস্থান করা জরুরি। এ বিষয়ে বরিশাল সিটি করপোরেশনের প্রশাসক বিলকিস আভার জাহান শিরীন বলেন, ‘নগরীর বেলস পার্কসহ গুরুত্বপূর্ণ বিনোদন কেন্দ্রগুলোকে আর কোমোভারেই দখল হতে দেয়া হবে না। মসজিদের পরবর্তী পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর শহর উপহার দিতে আমরা বদ্বন্দ্বিকর। তবে আমরা ভাওয়ান ব্যবসায়ীদের জীকিয়ার বিষয়টিও বিবেচনা করছি।’ তাদের পূর্ববাসিনের জন্য ইতিমধ্যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে।

বাউফলে মসজিদের নির্মাণকাছে বাধা দেওয়ার অভিযোগ

বাউফল প্রতিবিধি

পুটুয়াখাীর বাউফল উপজেলার কনকদিয়া ইউনিয়নের মধ্য পশ্চিম কনকদিয়া চুনারপোল গ্রামে মসজিদের নির্মাণকাছে বাধা দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে স্থানীয় এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। এ ঘটনায় এলাকায় উত্তেজনা ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। সোমবার (১৮ মে) দুপুরে সরেজমিনে দেখা যায়, চুনারপোল বাজার এলাকায় প্রায় ৩৫টি ছোট-বড় দোকান রয়েছে। বাজারের ব্যবসায়ী ও স্থানীয় মুসল্লিদের নামাজ আদায়ের জন্য ১৯৯৩ সালে সরকারি খাস জমিতে একটি টিনডেউ মসজিদ নির্মাণ করা হয়। পরবর্তীতে মুসল্লিদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় মসজিদটি সম্প্রসারণের উদ্যোগ নেওয়া হয়। স্থানীয়দের ভাষ্য, ২০০৪ সালে বাজারের মধ্যে প্রায় ১২ শতাংশ ভূমি মসজিদের নামে দান করা হয়। পরে ওই জমিহেই পাকা ভবন নির্মাণের কাজ শুরু করেন মুসল্লিরা। ইতোমধ্যে ভবনের নিচতলার বিম পর্যন্ত নির্মাণকাছে সম্পন্ন হয়েছে। স্থানীয় মুসল্লি মো. আবুল হোসেন (৭০), মো. আব্বাস উদ্দিন (৫৫), মো. জাহাঙ্গীর হোসেন (৫২) ও মো. সেলিম হাওলাদার (৭০) অভিযোগ করে বলেন, মসজিদের দাগসলগ্না দশমিক ৬২ শতাংশ জমির মালিক শাহ আলম হাওলাদার তার ভূমি মসজিদের দখলি পাশে থাকা সত্ত্বেও সৌট উত্তর পাইের পথেই মধ্যে দিতে ছেদ বলে দাবি করছেন। এ দাবি মেনে নিলে মসজিদের মূল ভবন নির্মাণ করা সম্ভব হবে না। তারা জানান, বিষয়টি স্থানীয়ভাবে একাধিক সালিহ বৈঠকের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয়েছে এবং রো

কবীর্ভনাথানা

আত্মবর্ণনায় প্রতিলিপি

ঘরের পেছনে গাঁজা চাষ

বাড়িতে অভিয়ান চলিয়ে সুমন ও নোমানের বসতঘরের পেছন থেকে চারটি গাঁজা গাছ উদ্ধার করা হয়। পরে দুই ভাইকে আটক করে পুলিশ। এখটনায় তাদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে বলে জানান তিনি।

ভেলায় কোরবানির জন্য

খরচ গুনতে হচ্ছে তাকে। ভালো দাম না পেলে লোকসানের আশঙ্কা করছেন তিনি। আলীনগর ইউনিয়নের বিসমিল্লাহ এগ্রো হাউসের গ্রোপাটার আমিনুল ইসলাম বলেন, প্রতি বছর কোরবানির বাজারে ৪০ থেকে ৫০ টি গরু বিক্রি করেন। এবার কোরবানিতে বিক্রির উদ্দেশ্য তার খামারে ৫৫ টি গরু প্রস্তুত করছেন। তবে ভারতের গরু না এলে এবারও ভালো লাভের আশা করছেন তিনি। জেলা প্রাণি সম্পদ কার্যালয়ের তথ্যমতে, জেলায় গরু, ছাগল, মহিষ ও ডেড়া কোরবানির চাহিদা রয়েছে ৮১ হাজার ১৮০টি। যার বিপরীতে পশু প্রস্তুত রয়েছে ১ লক্ষ ৩ হাজার ১৭ টি। যার মধ্যে গরু ৬৫ হাজার ২৭০ টি, মহিষ ৪ হাজার ৭০২ টি, ছাগল ২৬ হাজার ৪১৮ টি। চাহিদার বিপরীতে উদ্ভূত থাকবে ২১ হাজার ৮৩৭ টি গরু। যা কোরবানির জন্য অন্য জেলায় হস্তান্তর করা হবে। এছাড়াও জেলায় ৪৯ টি স্থায়ী হাট ও অস্থায়ী ১০০ টি পশু প্রকৃ্র বিক্রয়ের হাট বসবে। এবং বাদে জেলা প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তরের ২৪ টি ভেটেরিনারি মেডিকেল টিম প্রস্তুত রাখা হয়েছে। যারা অবৈধভাবে মোটা তাজা করণ গরু শনাক্ত কাজে নিয়োজিত থাকবেন। জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা মো. রফিকুল ইসলাম খান বলেন, আমাদের নির্দেশনায় জেলার খামারীরা কাঁচা ঘাস খাইয়ে সম্পন্ন প্রাকৃতিক উপায়ে গরু মোটাতাজা করছেন। এছাড়াও অবৈধ গরু মোটাতাজা করা খামারীদের বিরুদ্ধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হচ্ছে। হাট-বাজারে আমাদের মেডিকেল টিম থাকবে। তারা গুরুত্ব বাস্তবের খোঁজ খবর রাখবে।

কলাপাড়ায় লবণ পানিতে প্রাণিত ফসলি

নতুন সুইজ সোর্ট নির্মাতার কাজ শুরু করা হয়। সেটির কাজ এখন প্রায় শেষের পথে। কিন্তু এর মধ্যেই পুরাতন ভাঙ্গা সুইজ দিয়ে নোনা পানি প্রবেশ করে তলিয়ে যাচ্ছে ফসলি জমি। এতে শত শত একর জমি অনাবাদি হওয়ার আশংকা করছেন স্থানীয় কৃষকরা। তাদের মতে, নিচটাটা, নবীপুর, টুঙ্গিবাড়িয়া, মজিদপুর, নাওভাঙ্গা ও কুমিরমারাসহ অন্তত দশটি গ্রামেরে ফসলি জমিসহ কৃষকদের ব্যাপক ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়া সুইস সংলগ্ন বাসিন্দাদের ঘর বাড়ির অগ্নিনিয় পানি প্রবেশ করে জীবন যাত্রা ব্যাহত হচ্ছে। রাস্তা-ঘাট তলিয়ে চলাচলে সুবিধার সৃষ্টি হচ্ছে। বিদ্যালয়ে যেতে পারছে না কোমলমতি শিক্ষার্থীরা। অতিদ্রুত নতুন সুইসটি চালু করার জোর দাবী জানিয়েছেন কৃষকসহ স্থানীয়রা। কুমিরমারা গ্রামের কৃষক সুলতান গাজী, নিচটাটা গ্রামের রশিদ মাহমুদ, মিলন তালুকদার ও মাও. আব্দুর রশিদসহ আরো অনেকে জানান, নিচটাটার ভাঙ্গা সুইস দিয়ে নোনা পানি প্রবেশ করে তাদের ফসলি জমির ব্যাপক ক্ষতি হচ্ছে। ইতোমধ্যেই অনেক জমি অনাবাদি হয়ে গেছে। অতিদ্রুত নতুন সুইজ গেটটি চালু করার জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের সু-দৃষ্টি কামনা করছেন তারা। নতুন সুইসের স্থানীয় টিকাদার আনোয়ার হোসেন সিকদার বলেন, অতিবৃষ্টির কারণে কাজটি বাধাগ্রস্ত হয়েছে। তবে, পানি নিষ্কাশন করে আগামী এক মাসের মধ্যেই নতুন সুইজ গেটটি চালু করার ব্যবস্থা করবেন বলে তিনি সাবানদিকরের জানান।

বালকাঠিতে কমিটি নিয়ে দ্বন্দ্বের কলেজ

কমিটির সভাপতি পদে মনোনয়ন নিয়ে আগে থেকেই দুই পক্ষের মধ্যে বিরোধ চলছিল। বালকাঠি-২ আসনের সংসদ সদস্য হোসেন সুলতানা ইলেন ভুট্টো সাবেক ককশিন্দার মো. জাহাঙ্গীর হোসেন সেলিম মল্লিকের নেতৃত্বাতি হিসেবে মনোনয়ন দেন। অন্যদিকে জেলা বিএনপির সদস্যসচিব ও জেলা পরিষদ প্রশাসক রিয়াজুল আহিন জামাল সিকদারের নাম প্রস্তাব করেন। এ নিয়ে কলেজ ও স্থানীয় রাজনৈতিক অঙ্গনে বিভক্তি তৈরি হয়। এর মধ্যেই কলেজ মাঠে সংরক্ষিত নারী আসনের সংসদ সদস্য জীবা আমীনা আল গাজীকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। অতীতের কলেজ অধ্যক্ষ মো. নূরুল ইসলাম তালুকদার এমপিএ ফুলেল তরুজ্জোহানোর পর অনুষ্ঠানচলা ত্যাগ করেন। পরে এমপিএ তাকে খোঁজ করলে বিষয়টি নিয়ে নেতাকর্মীদের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হয় বলে জানা গেছে। কলেজের অফিস সহায়ক হাদালা আলী বলেন, দুপুস্তরে দিকে কলেজের এনে অধ্যক্ষের কক্ষে তালা লাগিয়ে দেয়। কাজ করছে জানি না। কলেজের সহকারী অধ্যাপক সমরফের বৈদ্য বলেন, কালিগেতে যেই আসুক, আমরা তার সঙ্গে কাজ করব। অধ্যক্ষ মো. নূরুল ইসলাম তালুকদার বলেন, সংসদ সদস্য ইলেন ভুট্টোর নির্দেশনা অনুযায়ী জেলা প্রশাসক বরাবর সুপারিশ পাঠিয়েছি। এ কারণেই আমার অফিস কক্ষে তালা দেওয়া হয়েছে। তবে অভিযোগে অস্বীকার করে রিয়াজুল আমিন জামাল সিকদার বলেন, অধ্যক্ষ এই কলেজ পরিচালনার যোগ্য নন। সংবর্ধনার দিন কিছু না বলে অনুষ্ঠানস্থল ত্যাগ করে তিনি এমপির সঙ্গে অসৌজন্যমূলক আচরণ করেছেন। তার কক্ষে আমি তালা দিইনি, স্থানীয়রা দিয়েছে। এমপিএ শাহাদান ভাইয়ের নির্দেশনা ছাড়া এই কক্ষ খোলা যাবে না। স্থানীয় অভিভাবক ও বারান্দারীরা বলেন, রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের কারণে কলেজের শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে। তারা দ্রুত সমস্যার সমাধান করে স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনার দাবি জানান।

দারিদ্রতার কারণে থমকে যেতে পারে

পিরোজপুর জেলা থেকে বরিশাল বিভাগীয় পর্যায়ে ফুটবলে অংশ গ্রহণের পর এবার জাতীয় পর্যায়ে ফুটবল খেলায় অংশ নেয়ার কাজ পেয়েছে ‘ভাভারিয়া মজিদা বেগম বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৮ম শ্রেণির শিক্ষার্থী নাদিরা আক্তার’। সে পিরোজপুরের ভাভারিয়া উপজেলার ৭নম্বর গৌরীপুর ইউনিয়নের ৫নম্বর ওয়ার্ডের উত্তর পৈকখালী গ্রামের দিন মজুর মো.দুলাল আকন এবং শাহিদা আক্তার দম্পতিতে তিন মেয়ে ও এক মেয়েসহ চার সন্তানের মধ্যে তৃতীয় সন্তান স্থানীয় এবং সংরক্ষিত স্ত্রেরে জানা গেছে, ঊঁমুদুল পর্যর্থায় থেকে ১২ থেকে ১৪বছর বয়সী শিশু,কিশোর থেকে দক্ষ্য ক্রীড়াবীরগ গড়ে তোলার লক্ষ্যে এবং তাদের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে দক্ষ্যতা অর্জনের জন্য বর্তমান সরকারের ‘বুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় কতৃক ‘নতুন স্কট স্পোর্টস-২০২৬-এর আয়োজন করেছেন। এতে গড় দুই মে উপজেলার পয়ষট্টি পরিবারে জেলা পর্যায় এবং ৬৬ এবং ১৭মে বরিশাল বিভাগীয় পর্যায়ের স্থানীয় ক্রীি জীবনকাল দাস মাঠে ‘বরিশাল সদর উপজেলার সাথে বুরদাদ পারফর্ম করে অপ্রতিরোধ্য নাদিরাকে জাতীয় পর্যায়ে খেলায় অংশ নেয়ার জন্য বরিশাল বিভাগীয় পর্যায় দ্বায়ীত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার পর্যালোচনা থেকে রবিবার (১৭মে) বিকালে ফোন করা হয়। এদিকে জাতীয় পর্যায়ের খেলার ডাক পাওয়ার বরগে গতকাল সোমবার পিরোজপুর জেলা এবং স্থানীয় গণমাধ্যম কর্মীরা নাদিয়ার ফুলে যায় এবং তার সহপাঠিসহ এ পুরের ক্রীড়া শিক্ষক,প্রধান শিক্ষকের সাথে আলাপ শেষে নাদিয়ার বাড়িতে যায়। এসময় নাদিার বাড়িতে একলাবাসির ভিত্তি লক্ষণীয়। এলকাবাসি জানান, নাদিরা প্রাইমারি স্কল থেকেই সেনা-পাড়ার পাশাপাশি খেলাধুলাও বিশেষ পারদর্শী। তবে তারা আফসোস করে বলেন, নাদিার পরিবারে উপার্জনক্ষম ব্যক্তি ওর বাবা। যদি ভালো কোন ক্লাব বা সরকারি ভাবে প্রশিক্ষন মেয়া যায় তা হলে একদিকে নাদিার স্বপ্ন পূরণ হবে অন্য দিবে দেশের গতি পেরিয়ে বিদেশে খেলার সুযোগ পেতে পারে। এসময় নাদিরা জানান,তাকে জাতীয় পর্যায়ে ফুটবল খেলায় অংশ নেয়ার জন্য বরিশাল ফোন করা হয়। নাদিরা আরো জানান,আগামী ২১মে একই মাঠে ক্রিকেট খেলায়ও অংশ নেবে নাদিরা। ক্রিকেট খেলায়ও ব্যাটিং এবং বোলিং দুটাতেই পারদর্শী সে। ঐদিন নতুন স্কুডি স্পোর্টস-২০২৬-এর বিভাগীয় পর্যায় সকল ইভেন্ট শেষ হবে। ক্রিকেটেরও জাতীয় পর্যায় খেলায় অংশ নেয়ার ডাক পাবে বলেও আশা প্রকাশ করে নাদিরা। আন্ত্রাহর রহমত এবং সকলের দোয়ায় একটু আর্থিক সহযোগিতা পেলে আমরা ধৈর্য় এবং চেষ্টা অব্যাহত রাখব। এসময় নাদিরা তার এই সফলতাকে ধরে রাখতে সকলের দোয়াও কামনা করেন। আলাপকালে ‘ভাভারিয়া মজিদা বেগম বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ক্রীড়া শিক্ষক সোমাখং বৃশরা আক্তার জানান, নাদিরা আমাদের ফুলের বর্ণ। ওর খেলার যে ধরন তাতে একটু প্রশিক্ষন দিলেই ও (নাদিরা) একজন ভালো নারী ফুটবলার হতে পারবে। সে দক্ষতা বের মেয়ে আছে। এ বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মো. মনির হোসেন হাওলাদান জানান,নাদিরা মধ্যে যে ট্যালেন্ট আছে তার সাথে একটু প্রশিক্ষন পেলেই একজন ভালো নারী ফুটবলার হতে পারবে। ওকে একজন ভালো প্রশিক্ষক বা ভালো কোন ক্লাবে ভর্তি করাতে পারলে এক জন ভালো দক্ষ নারী ফুটবলার হতে পারবে। কিন্তু পরিবারের আর্থিক স্বচ্ছলতা না থাকায় এ প্রতিভা ধরে রাখা সম্ভব হবে।

মাত্র ৫৬ টাকা খরচে পটুয়াখালীতে

পরীক্ষায় অংশ নেন ৪১৮ জন। এর মধ্যে ৯৩ জন উত্তীর্ণ হন মৌখিক পরীক্ষার (ভাইভা) জন্য। মৌখিক পরীক্ষা শেষে ২৯ জনকে চূড়ান্তভাবে নির্বাচন করা হয় এবং অপেক্ষায় রাখা হয় ৫ জন। এমন স্বচ্ছ নিয়োগপ্রক্রিয়ায় বিনামূল্যে চাকরি পেয়ে কল্লায় ভেঙ্গে পড়েন অনেক প্রার্থী। তারা বলেন, আমরা হতদরিদ্র পরিবার। অভাব অনটনের মধ্যে চলে আমাদের সংসার। চূড়ান্ত তালিকায় নাম দেখে নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। আমি কৃতজ্ঞ। এখন দেশের জন্য, মানুষের জন্য কাজ করতে পারব। পরে পুলিশ সুপার মোঃ আবু ইউসুফ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ নবাগতদের ফুলের গুচ্ছেজা দিয়ে বরণ করেন। এবং তিনি বলেন আমরা যোগ্যতা অনুযায়ী তাদেরকে চাকরি দিয়েছি। বর্তমানে একটি চাকরি পেতে হলে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। লামিয়া আক্তার বলেন, আমার বাবা একজন অটোচালক আমি মাত্র ৫৬ টাকায় এখানে চাকরি পেয়েছি। আজ আমি খুব খুশি। আশা করি আমার চাকরির মাধ্যমে পরিবারের স্বচ্ছতা ফিরিয়ে আনতে পারব। মোঃ লিমন খান বলেন, আমার বাবা একজন কৃষক আমাদের অনেক কষ্ট করে মানুষ করেছে। আজকে ঘোষ দুর্নীতি ছাড়াই আমি আমার মেধার ভিত্তিতে চাকরি পেয়েছি এটা আমি যেমন খুশি আমার পরিবারও খুশি।

চুক্তি না হলে ইরানে কিছুই

তাড়াহুড়ি ফুরিয়ে আসছে, তাদের দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে। না হলে ইরানে কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। ইসরায়েলি সর্বদা বাধ্যম টাইমস অব ইসরায়েলের একটি প্রতিবেদনে ইসরায়েলি, ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর সঙ্গে কথা বলার পরেই ট্রাম্পের এই হুমকি সামনে এলো। এর আগে ট্রাম্প হুমকি দিয়েছিলেন, যুদ্ধ অবসানে ইরান কোনো চুক্তিতে রাজি না হলে ইরানের পুরো সত্তাভা ধ্বংস করে দেওয়া হবে। কয়েকদিন আগেই ট্রাম্প বলেন, যুদ্ধবিবর্তি এখন ‘৩’ মুহূর্ত অবস্থায়’ রয়েছে। এদিকে মেহো ইলিনস্টিউট অব এ্যাক্সিয়েট স্টাডিজের মিডিয়া স্টাডিজের অধ্যাপক মোহাম্মদ এলমাসরি বলেন, মনে হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র আগামী এক বা দুদিনের মধ্যেই ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পুনরায় শুরু করবে। এলমাসরি আল জাজিরাকে বলেন, এর কারণ হলো বিভিন্ন ধরনের লোক ট্রাম্পকে পরামর্শ দিচ্ছেন। এর মধ্যে ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুহ এবং ট্রাম্পের নিজের প্রশাসনেরই ‘অত্যন্ত যুদ্ধবাজ ব্যক্তিরা’ও রয়েছে। এলমাসরি বলেন, তিনি ইরানের কাছ থেকে যে ধরনের আত্মসমর্পণ চেয়েছিলেন এবং আশা করেছিলেন, তা পাননি। তিনি আরও যোগ করেন যে, ট্রাম্প ‘আলোচনা দ্বিমত্বেই এগোবে বলেও আশা করেছিলেন’ এবং চীনে তার নানা প্রতিপক্ষ শি জিনপিংয়ের সঙ্গে সামর্যতিক শীর্ষ সম্মেলনে তার উচ্চ প্রত্যাশা ছিল।

আন্তর্জাতিক অঙ্গনে যুক্তরাষ্ট্রকে

যটনাগুলো থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত বলে মন্তব্য করেন তিনি। তার ভাষায়, এই অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের গণস্খৃতি শক্তি আনার বলে পরিহৃত্তিকে আরও অস্থিতিশীল করে তুলেছে। তিনি আরও বলেন, ইউরেনিয়াম সম্ভ্রকরণ নিয়ে কোনো আলোচনা বা আপস করবে না ইরান। আলোচনা বা আপস করার মতো বিষয় এটি নয়। নন-প্রোলিফারেশন ট্রিটির (এনপিটি) অওতায় ইরানের ইউরেনিয়াম সম্ভ্রকরণের অধিকার স্বীকৃত। এনপিটি একটি আন্তর্জাতিক চুক্তি, যার লক্ষ্য পারমাণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারে নিকিত করা। এই চুক্তি অনুযায়ী বিশ্বের দেশগুলো শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যে পারমাণবিক শক্তি ব্যবহার করতে পারে, তবে অস্ত্র তৈরি নন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে শর্ত আদান-প্রদানের বিষয়ে এক প্রস্তের জবাবে ইসমাইল বাহাই বলেন, ইরানের দাবিগুলো পরিষ্কার। তার ভাষায়, উদাহরণ হিসেবে, তারা ইরানের জল কাষ সম্পদে ওপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়াকে নিজেরের শর্ত বলছে। কিন্তু আমরা এটিকে আমাদের ন্যায়্য দাবি হিসেবে দেখি।

বরগুনায় খাল খননে এক ফসলি

অর্থিক সচ্ছলতাও নিরবে। আর এ কারণে দ্রুত সময়ের মধ্যে বরগুনার সর মরা খাল খননের দাবি জানিয়েছেন কৃষকরা। জেলা পানি উন্নয়ন বোর্ডের তথ্য অনুযায়ী, বরগুনার বিভিন্ন এলাকায় এখন পর্যন্ত মোট ৬০৯টি খালের অস্তিত্ব সনাক্ত করা হয়েছে। যা খনন ও পুনর্নির্নের প্রয়োজন। সনাক্ত এসব খালের দৈর্ঘ্য প্রায় ২ হাজার ৬৭ কিলোমিটার। তবে বাস্তবায়নের মধ্যে এখন পর্যন্ত বরগনা সদর, বাসনা, বেতগাও ও পান্থদারীতে মোটামুটি ১৯৯টির খালের মোট ৪০০ কিলোমিটার খননের জন্য একটি প্রকল্পে অনুমোদনের জন্য সন্নিহিত মন্ত্রণালয়ে পালনো হয়েছে। এ ছাড়া, আর আরেকটি প্রকল্পে তালতল ও উপজেলায় মোট ৪০টি খালের জন্য ১১৫ কিলোমিটার খননের প্রস্তাবনা পাঠানো হয়েছে। তবে বর্তমানে শুধু কোনো একজন না থাকলেও রাজস্ব বাজেটে কৃষকে বরগুনার বিভিন্ন এলাকায় ২৯ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের ৯টি খাল খনন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এর মধ্যে এখন পর্যন্ত ১৬ কিলোমিটার খাল খনন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। সরেজমিনে বরগনা সদর উপজেলার ৮নং সদর ইউনিয়নের দক্ষিণ ক্রোক নামক এলাকা ঘুরে দেখা যায়, দীর্ঘঘর খালের খনন না করার পলিমাটি পড়ে ভরাট হয়ে যাওয়া ক্রোক খাল নামক একটি খালের পুনর্খন কাজ চলছে। গত ২২ মার্চ জাতীয় সংসদে রক্ত হইপ ও বরগুনা-২ আসনের সংসদ সদস্য মো. নূরুল ইসলাম চিফ এমপি হিসেবে তিনিবার চাচাবাদ করা যেতো সেই একই জমিতে এখন দুই থেকে তিনবার চাচাবাদ করা যাবে বলেও জানিয়েছেন কৃষকরা। ক্রোক খালটি খননের বিষয়ে ওই এলকার বাসিন্দা মো. বুর-ই আলম বলেন, এই খালটি কচুরিগানা জমে মাটি পড়ত এককম ভরাট হয়ে গিয়েছিল। পানি আটকে থাকতো। বৃষ্টি হলেই যেতে পানি জমে থাকায় ফসল নষ্ট হতো। দুই থেকে তিনবার ধানের রীতেনলা তৈরি করা লাগতো। এখন খালটি খনন করা হচ্ছে, আমাদের কৃষি কাজে এ খালটি খুবই উপকারে আসবে। একই এলাকার বাসিন্দা মো. মোস্তফা নামে আরেক কৃষক বলেন, এই খালটি খনন শুকনো ছিল পানির অভাবে ফসল নষ্ট হয়ে যেতো। আমরা পানি জমলে তা আমাদের পরতাম না। আবার প্রয়োজনের সময় পানি না থাকায় উত্তেজে পরতাম না। এখন খনন খনন চলছে পানি চলমান থাকবে, আমাদের কৃষি কাজে উপকার হবে। ইসহাক হাওলাদার নামে আরেক বাসিন্দা বলেন, আগে পানি জমে থাকতো এখন পানি জরুরে না। আরার জখম পানির প্রয়োজন হবে তখন খাল থেকে আবার পানি উত্তেজে পারবে। বর্তমানে পানি জমলে আমরা আগে বীজভত্তা করতে পারিনি, এখন খাল চলল থাকলে বৃষ্টি হলেও আর পানি জমে থাকবে না। আমাদের বীজভত্তা করতে কোনো সমস্যা হবে না। ক্রোক এলকার স্থানীয় একটি মজিদের ইমাম মো. আনিসুর রহমান বলেন, আমাদের এই খালটি পরিরতাত অবস্থায় ছিল। খাল দিয়ে পানি লচাচান না থাকায় কৃষিকাজে সমস্যা হতো। এখন খনন কাজ সম্পন্ন হলে পানি চলাচল ককবে পারবে এবং কৃষি কাজে সুবিধা হবে। আগে এ এলাকার মানুষ একবার ফসল ফলাতে পারতো, এখন দুই থেকে তিনবার ফসল ফলাতে পারবে। এ ছাড়া, পুস্কর কম থাকায় মানুষের ভিতর প্রয়োজনীয় কাজেও এ খালের পানি ব্যবহার করতে পারবে। বরগুনায় কৃষকদের আর্থিক সচ্ছলতা এবং জীবনমানের উন্নয়নে খাল খনন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে জানিয়ে জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক রশ্মি নাথ বিশ্বাস বলেন, বর্তমান সরকারের অগ্রদিকার প্রকল্পগুলোর মধ্যে খাল খনন অন্যতম। আমাদের বরগুনায়ও খাল খননের কাজ চলমান রয়েছে। খাল খনন প্রকল্প সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হলে বরগুনায় কৃষি কাজে উল্লেখযোগ্য একটি পরিবর্তন ঘটবে। যেখানে আগে কৃষকরা একটি ফসল ফলাতে পারতো সেখানে অধিক ফসল ফলাতে পারবে। পাশাপাশি আগে পানির বৃষ্টিতেই জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হতো, খাল খনন সম্ভবমান হলে তা আর থাকবে না। খাল খনন প্রকুরা বেশি ফসল উপাধান করতে পারবে এবং আর্থিক লাভসহ জীবনমানের উন্নয়ন ঘটবে। বরগুনা পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী মো. আব্দুল হায়ান প্রধান বলেন, সম্ভ্র নিকটবর্তী জেলা বরগুনায় অসংখ্য নদী-নালা এবং খাল রয়েছে। প্রাথমিকভাবে ৬০৯টি খালের অস্তিত্ব আমরা পেয়েছি। খালগুলো দীর্ঘদিন ধরে খনন না করার পলিমাটি পড়ে ভরাট হয়ে গেছে। কিছুকিছু জায়গায় দখল-খণ্ডায় অস্তিত্ব বিলিন হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী বরগুনায় ক্রমাধিক খালগুলো খননের পরিকল্পনা নিয়েছি। ইতোমধ্যেই আমাদের দরর থেকে একটি প্রকল্প পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ে দাখিল করছি। যেখানে আমরা ১৫৯টি খালে প্রায় চারশতা কিলোমিটার খননের প্রস্তাব করা হয়েছে। এ ছাড়া, তালতলী উপজেলায় আরেকটি প্রকল্পের মাধ্যমে ৪০টি খালের ১২৫

কিলোমিটার পুনর্খননের জন্য প্রস্তাব করেছে। বর্তমানে আমাদের ৯টি খালের ২৯ কিলোমিটার খনন কাজ চলমান। এর মধ্যে প্রায় ১৬ কিলোমিটার খনন কাজ শেষ করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, উপকূলীয় জেলা বরগুনায় পানি পানির সংকট। বিশেষ করে কৃষকদের তরমুজ এবং ধান চাষের জন্য মিষ্টি পানির প্রয়োজন। আমরা আশাকরি, বরগুনার খালগুলো যদি খনন করতে পারি এবং বর্ষার সময়ে পানি ধরে রাখতে পারি তাহলে এ এলাকার মানুষের জীবন জীবিকার একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসবে। মৎস্য সম্পদের ভান্ডার হিসাবে পরিচিত বরগুনায় মাছের উৎপাদন আরও বৃদ্ধি পাবে।

মুলাদীতে যুবক হত্যা: ৭ জনের

(২৭), আলী ঘরামীর ছেলে শাহাবুদ্দিন ঘরামীসহ সাতজনকে আসামি করা হয়েছে। নিহত আল আমিন হাওলাদার উপজেলার সফিপুর ইউনিয়নের দক্ষিণ বালিয়াতলী গ্রামের হানিফ হাওলাদারের ছেলে। স্বজনদের দাবি, বেলা সাড়ে ১২টার দিকে পাওনা টাকা দেওয়ার কথা বলে আল আমিনকে উত্তর বালিয়াতলী গ্রামের সালাম পন্ডিতের বাড়িতে ডেকে নেওয়া হয়। সেখানে তাকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করা হয়। মুলাদী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খন্দকার মো. সোহেল রানা ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, “যুবক হত্যার ঘটনায় ৭ জনকে আসামি করে মামলা হয়েছে। এর মধ্যে আটক তিনজনকে প্রেস্তার দেখিয়ে আদালতে পাঠানো হয়েছে। বাকি আসামিদের প্রেস্তার পুলিশের অভিযান অব্যাহত রয়েছে।”

কাউখালীতে ৬ ডাকাতি মামলার

শনাক্ত করে অভিযান পরিচালনা করে তাকে আটক করতে সক্ষম হয়। মামলার এজাহার সূত্রে জানা যায়, চলতি বছরের ১৭ ফেব্রুয়ারি গভীর রাতে উপজেলার শিয়ালকাঠি ইউনিয়নের বাসিন্দা গোলাম মোস্তফার বসতবাড়িতে সংঘবদ্ধ ডাকাতির ঘটনা ঘটে। ডাকাতদল বাড়ির বাসান্দার দরজা ভেঙে ঘরে প্রবেশ করে অস্ত্রের মুখে পরিবারের সদস্যদের জিম্মি করে। পরে নগদ ১ লাখ ৮৮ হাজার ৬০০ টাকা, ২২ ভরি ১০ আনা স্বর্ণালংকার, ৬০০ মার্কিন ডলারসহ প্রায় ৬০ লাখ ৯৫ হাজার ৮৫০ টাকার মালামাল লুট করে নিয়ে যায়। ঘটনার পর ডেপুটিভাগী গোলাম মোস্তফা কাউখালী থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা আসামিকে প্রেস্তারের জন্য র‍্যাব-৮ এর সহায়তা চান। পরে র‍্যাব সদস্যরা পুলিশের সহায়তায় অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করে। গ্রেফতারকৃত আলামিন আকনকে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কাউখালী থানায় রাতে হস্তান্তর করা হয়েছে। র‍্যাব-৮ এর এক কর্মকর্তা জানান, চাঞ্চল্যকর এ মামলার পলাতক আসামিদের প্রেস্তারের র‍্যাবের অভিযান অব্যাহত রয়েছে। আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে অন্যান্য জড়িতদেরও আইনের আওতায় আনার চেষ্টা চাচ্ছে। কাউখালী থানার ওসি মো. ইয়াকুব হোসাইন বলেন, “আমাদের বিরুদ্ধে বাগেরহাটের শরণগতরা, মংলা ও ফকিরদাট এবং পিরোজপুর জেলার কান্তখালী ও ভাঘারিয়া থানায় ডাকাতি, দস্যুতা, চুরি ও মাদকদ্রব্য লুণ্ঠির অভিএন ৬টি মামলা রয়েছে। প্রেস্তার আসামিকে সোমবার পিরোজপুর জেলা আদালতের সোপদরের পর আদালত তাকে জেলহাজরে পাঠিয়েছে।’

পিরোজপুরে উদ্ধার হওয়া

দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে এসব ফোন উদ্ধার করা হয়। পরিসংখ্যান অনুযায়ী, পিরোজপুর সদর থানা এলাকা থেকে ১টি, জিয়ানপুর থানা থেকে ৩টি, মঠবাড়িয়া থানা থেকে ১০টি, নাজিরপুর থানা থেকে ৮টি, নেছারাবাদ থানা থেকে ২টি এবং ভাভারিয়া থানা থেকে ১টি মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়েছে। অন্তুঠানে পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মনজুর আহমেদ সিদ্দিকী বলেন, বর্তমান সময়ে মোবাইল ফোন ও মোবাইল ব্যাংকিং সংক্রান্ত অপরাধের প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এসব অপরাধ দমনে জেলা পুলিশের সাইবার টিম সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে। তিনি সাধারণ মানুষকে অপরিচিত নম্বরে ব্যক্তিগত বা আর্থিক তথ্য শেয়ার না করার জন্য বিশেষভাবে সতর্ক করেন। এছাড়া প্রতারণার শিকার হলে দ্রুত নিকটস্থ থানায় সাধারণ ডায়েরি করার পরামর্শ দেন তিনি।

গৌরনদীতে মহিলাদের আত্ম কর্মসংস্থানের

হিসান গৌরনদী উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) মোঃ মেহেদী হাসান, উপজেলা বিএনপিরআহবায়ক সৈয়দ সরোয়ার আলম বিবি, প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডা. পলাশ সরকার পিপিএম, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা সেকান্দার শেখ, গৌরনদী অঞ্চল থানার অফিসার ইনচার্জ মোঃ তারিক হাসান রাসেল এবং গৌরনদী প্রেসক্লাবের সভাপতি জোহা ইসলাম জাহান। বক্তারা বলেন, নারীদের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করতে সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন কর্তৃক পালন করছে। এ ধরনের সহায়তা কার্যক্রম নারীদের জীবনের মান উন্নয়ন ইতিবাচক প্রভাব ফেলেবে বলেও তারা আশাবাদ ব্যক্ত করেন। অন্তুঠান শেষে অসহায় ও সুবিধাবঞ্চিত ৪৫ জন নারীদের মাঝে ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ করা হয় পঁচিশ হাজার টাকা করে।

অবৈধভাবে তেল বিক্রি করার

ইফাতপুর গ্রামের ইয়াসিন হাওলাদারের ছেলে মো. জুয়েল হাওলাদারকে রোববার বিরুদ্ধে আটক করে পুলিশ। রোববার সন্ধ্যায় তাকে তেলের গাড়ী সহ অসম্পত্তি আদালতের বিচারক ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা লিখন বনির’র আদালতে উপস্থিত করা হলে আদালতের বিচারক জুয়েল হাওলাদারকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করেন। এসময় উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার অফিসের সহকারী অশোক মিস্ত্রী ও থানার এসআই সেলিম মিয়াসহ প্রমূখ।

কলাপাড়ায় কৃষক ও কৃষানীদের

ইসলাম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। এর আগে ওইধর সুবিধাভোগী কৃষক ও কৃষানীদের বিজ বপন ও পরিচর্যা বিষয়ক প্রশিক্ষন দেয়া হয়।

দীর্ঘদিনের বঞ্চনার অবসান চান মউশিক

মূল্যবোধের বিকাশ ও নিরক্ষরতা দূরীকরণের লক্ষ্য নিয়ে চালু হওয়া মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পটি এমতমধ্যে সফলভাবে ৭টি পর্যায় সম্পন্ন করে বর্তমানে ৮ম পর্যায়ের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। প্রকল্পের আওতায় ১ম থেকে ৬ষ্ঠ পর্যায় পর্যন্ত প্রায় ২ কোটি ১৫ লাখের বেশি এবং ৭ম পর্যায়ের প্রায় ১ কোটি ২১ লাখ শিক্ষার্থীকে গ্রান্ড-গ্রান্থমিক ও সজ্ঞ কুরআন শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে বলে স্মারকলিপিতে উল্লেখ করা হয়। সংশ্লিষ্টদের মতে, দেশের শিক্ষা ও তৈিকতা গঠনে এই প্রকল্পের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে দেশজুড়ে প্রায় ৭১ হাজার ৯৪৯ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা ও কচচারী এই প্রকল্পে কররত রয়েছে। তারা অভিযোগ করেন, বছরের পর বছর নিষ্ঠুর শেধে দারিদ্র পালন করছেও এখানে মনামাত্র ভাতা ও চাকরির অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়ে মানবৈত্তর জীবনযাপন করতে হচ্ছে। শিক্ষক নেতৃবৃন্দ বলেন, মউশিক শিক্ষকরা শুধু পাঠদানেই সীমাবদ্ধ নন; তারা সরকারি তহবিলে জাকাত সংগ্রহ, মাদক ও বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, সন্ত্রাস ও দূনীতিবিরোধী সচেতনতা সৃষ্টি এবং সরকারের স্বাস্থ্য ও টিকাদান কর্মসূচি বাস্তবায়নেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছেন। অথচ এতসব অবদানের পরও তারা আত্ম অবহেলা ও নিরাপত্তাহীনতার শিকার। স্মারকলিপিতে দ্রুত প্রকল্পটি রাজস্ব খাতে স্থানান্তর, সরকারি প্রেড অনুযায়ী নিয়মিত বেতন-ভাতা প্রদান এবং চাকরির স্থায়িত্ব নিশ্চিত করে সামাজিক নিরাপত্তা প্রদানের দাবি জানানো হয়। এসময় মউশিক শিক্ষক কল্যাণ পরিদপ, মেহেদিগঞ্জ উপজেলা শাখার সভাপতি, সাধারণ সম্পাদকসহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ প্রস্থানান্ত ছিলেন। নেতৃবৃন্দ আশা প্রকাশ করেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শিক্ষকদের দীর্ঘদিনের বঞ্চনার বিষয়টি মানবিকভাবে বিবেচনা করে দ্রুত কার্যর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

মসজিদভিত্তিক শিক্ষা প্রকল্প

প্রতিষ্ঠার পর থেকে প্রকল্পটি দেশের শিক্ষা বিহার, নৈতিক মূল্যবোধ গঠন এবং নিরক্ষরতা দূরীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। এতে আলো বলা হয়, প্রকল্পটি ইতোমধ্যে সাতটি পর্যায় সফলভাবে সম্পন্ন করে বর্তমানে অষ্টম পর্যায়ের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। প্রথম থেকে ষষ্ঠ পর্যায় পর্যন্ত প্রায় ২ কোটি ১৫ লাখের বেশি শিক্ষার্থী এবং সপ্তম পর্যায়ের প্রায় ১ কোটি ২১ লাখ শিক্ষার্থীকে শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে এই প্রকল্পে প্রায় ৭১ হাজারের বেশি শিক্ষক, শিক্ষিকা ও কচচারী নিয়োজিত থাকলেও তারা দীর্ঘদিন ধরে শল্প ভাতা ও অনিশ্চয়তার মধ্যে দায়িত্ব পালন করছেন বলে দাবি করা হয়। স্মারকলিপিতে আরও উল্লেখ করা হয়, প্রকল্পের শিক্ষকরা শুধু পাঠদান নয়, সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি, মাদক ও বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, টিকাদান কর্মসূচিতে সহায়তা, যাকাত বিষয়ে উদ্বুদ্ধকরণসহ সরকারের বিভিন্ন জনসংস্রতামূলক কার্যক্রমেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছেন। আবেদনে প্রকল্পটিকে দ্রুত রাজস্ব খাতে স্থানান্তর,

শিক্ষক-কর্মচারীদের চাকরির স্থায়িত্ব নিশ্চিতকরণ এবং সরকারি প্রেড অনুযায়ী বেতন-ভাতা প্রদানের দাবি জানানো হয়। স্মারকলিপিতে স্বাক্ষর করেন মউশিক শিক্ষক কল্যাণ পরিদপ, বাউফল শাখার সভাপতি মো. আবুল হোসেন।

অবৈধভাবে বালু উত্তোলনের সময় ড্রেজার ও তিন বান্ধহেড জন্ম

কীর্তনখোলা রিপোর্ট
ভোলার তেঁতুলিয়া নদীতে অবৈধভাবে বালু উত্তোলনের অভিযোগে একটি লোডিং ড্রেজার ও তিনটি বালুভর্তি বান্ধহেড জন্ম করেছে প্রশাসন। সোমবার সদর উপজেলার ভেটুমিয়া ইউনিয়ন সংলগ্ন তেঁতুলিয়া নদীতে অভিযান চালান উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. আরিফুজ্জামান। অভিযানকালে বাঘারীা চর এলাকা থেকে একটি লোডিং ড্রেজার ও একটি বালুভর্তি বান্ধহেড আটক করা হয়। পরে চতলারখাল এলাকা থেকে আরও দুটি বালুভর্তি বান্ধহেড জন্ম করা হয়। প্রশাসন জানায়, ড্রেজারের মাধ্যমে নদী থেকে অবৈধভাবে বালু উত্তোলন করে বান্ধহেডগুলোতে তোলা হচ্ছেল। অভিযানের সময় প্রশাসনের উপস্থিতি ঠের পেয়ে ড্রেজার ও বান্ধহেডে থাকা লোকজন পালিয়ে যায়। পরে জন্ম করা ড্রেজার ও বান্ধহেডগুলো তোলা যেয়াঘাটে নিয়ে যাওয়া হয়। স্থানীয়দের অভিযোগ, অবৈধ বালু উত্তোলনের নামে নদীর মাঝের কৃষিজমি কেটে নেওয়া হচ্ছে। এছাড়া অপরিকল্পিতভাবে বালু তোলার কারণে ভেটুমিয়া ইউনিয়নের পশ্চিমাঞ্চলে নদীভাঙন দেখা দিয়েছে। এতে ক্ষতির মুখে পড়ছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। ইউএনও মো. আরিফুজ্জামান বলেন, এ ঘটনায় অভিযান মামলা করা হবে। অবৈধ বালু উত্তোলনকারীদের বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত থাকবে।

পিরোজপুরের খামারিরা গরুর কাঙ্ক্ষিত দাম পাওয়া নিয়ে শঙ্কিত

পিরোজপুর প্রতিনিধি
আসন্ন ঈদুল আযহাকে সামনে রেখে প্রস্তুতকৃত কোরবানির পত্তর ন্যায্য দাম পাওয়া নিয়ে পিরোজপুরের গো-খামারিদের মধ্যে শঙ্কা দেখা দিয়েছে। পিরোজপুর জেলা প্রাণি সম্পদ বিভাগ সূত্রে জানা যায়, জেলায় এবার কোরবানিযোগ্য পত্তর চাহিদা রয়েছে ২১ হাজার ৮৯৯টি। এর বিপরীতে প্রস্তুত আছে ২৭ হাজার ৪৩৬টি পশু। ফলে উদ্ভূত থাকছে প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার বিভিন্ন জাতের পশু। যা জেলার চাহিদা মিটিয়ে বিভিন্ন জেলায় পাঠানো সম্ভব বলে দাবি করছেন স্থানীয় খামারিরা। দক্ষিণাঞ্চলের পিরোজপুরের হাটগুলোতে গরু বেচাকেনা করার জন্য খামারি ও দেশের দূর-দূরান্ত থেকে আসা গরুর বেপারিদের এবং হাটের আইনশৃঙ্খলা রক্ষার্থে পুলিশ পত্তর স্বাস্থ্য সুরক্ষায় তার বিভাগ ও জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে সব ধরনের প্রস্তুতি নেয়া হয়েছে। কেমিক্যাল ব্যবহারের মাধ্যমে কোনো পশু যেন মোটাতাজা করতে না পারে, সেজন্য প্রতিটি খামারিকে নবরবারির মধ্যে রাখা হয়েছে। পিরোজপুর জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডা. তরুণ কুমার সিকদার জানান, পিরোজপুর জেলায় এবার কোরবানিযোগ্য পত্তর চাহিদা রয়েছে ২১ হাজার ৮৯৯টি। এর বিপরীতে প্রস্তুত আছে ২৭ হাজার ৪০৬টি পশু। ফলে উদ্ভূত থাকছে প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার বিভিন্ন জাতের পশু। যা জেলার চাহিদা মিটিয়ে বিভিন্ন জেলায় পাঠানো সম্ভব বলে দাবি করছেন স্থানীয় খামারিরা। পাশাপাশি প্রাকৃতিক উপায়ে গরু মোটাতাজা করণে বিভিন্ন পরামর্শহ বাজার মনিটরিং বাধ্য জোরদার করা হয়েছে। এ বছর পিরোজপুরের খামারিরাতে দেশীয় জাতের

